চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

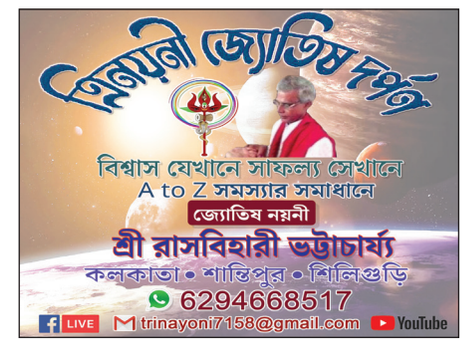

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৩০ চৈত্র ১৪৩০ – ৬ বৈশাখ, ১৪৩১ ঃ ১৩ এপ্রিল – ১৯ এপ্রিল, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 24, 13 April - 19 April, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে লাগাতার চলা

রাজনৈতিক কার্যকলাপ, দুর্নীতি ও হিংসার উৎস খুঁজতে সুপ্রীম কোর্ট বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল।

রবিবার : আদালতের নির্দেশে দুবছরের পুরানো বিস্ফোরণ মামলার

তদন্ত করতে গিয়ে দুই অভিযুক্তকে ধরতেই এনআইএ অধিকারিকদের আক্রান্ত হতে হল পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে।।

সোমবার : কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর কিছুটা স্বস্তি দেওয়া

ঝড়বৃষ্টি তান্ডব চালালো বর্ধমান ও হুগলিতে। বর্ধমানের মেমারি, মাধবডিহি, হুগলির তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর ও গাইঘাটায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ যেন উপদ্রুত অঞ্চল। এখানে প্রথম

দফার ভোটের আগে আসছে আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগে এসেছে ১৭৭ কোম্পানি। ইতিমধ্যে রাজ্যের সব বুথ স্পর্শকাতর ঘোষিত হয়েছে।

বুধবার : ২০১৪–র টেট পরীক্ষার উত্তরপত্র না পেলে পুরো

নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। বার বার চেয়েও পর্ষদ উত্তরপত্রের কপি না দেওয়ায় সিবিআইকে খুঁজতে নির্দেশ আদালতের।

বৃহস্পতিবার : সন্দেশখালিতে শেখ শাজাহান ও তার বাহিনীর

সমস্ত অত্যাচারের অভিযোগের তদন্তভার সিবিআইকে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়ে খুশি সন্দেশখালির অত্যাচারিতরা।

শুক্রবার : আদালতের ধমক খেয়ে অবশেষে জিটিএ–

এর শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে পার্থ চ্যাটার্জী সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল বিধাননগর উত্তর থানা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোট কারবারীরা জানেন কি

জনগণ কি চায়

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট। আর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার ভোটের দামামা ইতিমধ্যে বেজে গেছে। এখন ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে, পাড়ায়, ক্লাবে, চায়ের দোকানে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রধান আলোচ্য বিষয় একটাই– তা হল লোকসভা ভোট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড়, মাঝারি, ছোট নেতা–নেত্রী, কর্মী সকলেই নিজের নিজের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে সম্বল করে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে জোর কদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রচার কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে দেওয়াল লিখন, জনসংযোগ, ছোট, বড়, মাঝারি সভা, পায়ে হাঁটা, হুড খোলা গাড়ি, সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা এবং সর্বোপরি ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তবে একটা অদ্ভুত বিষয় হল যে, দলের প্রার্থীর গুণগান বা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, লোকসেবা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান বা দেশগঠনের কাজে অংশগ্রহণ ও কৃতিত্বের কথা কোন দলেরই সর্বোচ্চ নেতা–নেত্রীর মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে না। প্রচারে নেমে কেবলই দুর্নাম ও অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা করায় পটুতা দেখাচ্ছে সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রচারক থেকে বুথ স্তরের কর্মী সকলে। রাম বলে রহিম চুরি করেছে, জোচ্চুরি করেছে, মহিলাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে, আইন–শৃঙ্খলার ঘোরতর অবনতি ঘটেছে; তো রহিম বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির সন্ত্রাস, কেন্দ্রের বঞ্চনা, ওয়াশিং মেশিনের গল্প, একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। ডান এবং বামও শেষোক্তদের সুরে সুর মিলিয়ে বাজারে ভালো ফেভিকলের খোঁজ করছে যদি কেন্দ্রের ইন্ডিয়া জোটাটা টেকানো যায়। অপরদিকে, উঠতি খেলোয়াড়রাও প্রথম প্রথম এমাঠে ওমাঠে এর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে খেলার আস্ফালন করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আসলে এ রাজ্যের রাজনীতির কারবারীরা কি জানেন বা বোঝেন– পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ কি চায়? তাঁরা আপনাদের এসব ফালতু বকওয়াশ শুনতে চান না, আর পছন্দও করেন না। যারা অপশব্দ প্রয়োগা করছে, ভাষা সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে গরম গরম বক্তৃতা করছে, তারা জানে না যে তাতে হাততালি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই হাততালি মনের গভীরে প্রবেশ করে হাতকে তার দলের পক্ষের প্রতীক চিহ্নে ছাপ মারতে উজ্জীবিত করে না। আসলে এরাজ্যের অধিকাংশ মানুষই রাজনৈতিকভাবে সচেতন, শিক্ষিত ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন। তারা জানে ও বোঝে বিধানসভা ও লোকসভার ভোটের প্রভেদ। রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত চাকুরীজীবি, শিক্ষিত বেকার, মধ্যশিক্ষিত এরপর পাঁচের পাতায়

পুলিশ পর্যবেক্ষকের নির্দেশ

প্রথম দফার সব বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

কুনাল মালিক

লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোট হতে চলেছে আগামী ১৯ এপ্রিল। যে ৩টি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচন হবে সেগুলি হল আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি। তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ৫,৮১৪টি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ২৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কোচবিহার কেন্দ্রে থাকবে ১১২ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে থাকবে ৬৩ কোম্পানি এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে থাকবে ৭৫ কোম্পানি। পাশাপাশি আইন–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজ্য পুলিশের ১০,৮৭৫ জন পুলিশ বাহিনী থাকবে। কিছুদিন আগেই বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সারকী মহাপাত্রের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে সারকী মহাপাত্র জানান, তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ৭২ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর। যদিও বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক তার রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন। তিনি জানান কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতে মোট ৮৫ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর।

এরপর পাঁচের পাতায়

সিএএ ঘিরে বিভক্ত ঠাকুরবাড়ি

ইতিমধ্যে পোর্টালে জমা পড়েছে বহু আবেদন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে প্রতিবছর মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বারুনী স্নান ও মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম আবির্ভাব তিথি। প্রতিবছরের মতো এবারও মতুয়া ভক্তরা ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে সমবেত হন। কিন্তু এবার বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘর দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঠাকুরনগরের মাটি। ঠাকুরনগরের ঠাকুর পরিবার নাগরিকত্ব অর্থাৎ সিএএ প্রসঙ্গে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে তৃণমূল সমর্থিত মমতাবালা ঠাকুর এবং অন্যদিকে বিজেপি সমর্থিত তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। হাজার হাজার মতুয়াভক্তরা দূর দূরান্ত থেকে এসে এবারে তাদের পারিবারিক রাজনৈতিক কলহে পড়ে যান। যাকে সামাল দিতে পুলিশ প্রশাসনকে মাঠে নামতে হয়। লোকসভা নির্বাচনের একেবারে প্রাক্কালে এহেন পরিস্থিতি সমীচিন নয় বলে মন্তব্য করেন মতুয়াভক্তরা। এমনকী ধর্মীয় স্থানে রাজনীতির অনুপ্রবেশকে মেনে নিতে পারছেন না ভক্তরা। এরপর পাঁচের পাতায়

সম্পদ বৃদ্ধি দুই প্রার্থীর

বরুণ মণ্ডল : রাজ্যে ১৯ এপ্রিল অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম দফার নির্বাচনে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন মাত্র দু'জন। সেই দু'জনের মধ্যে প্রথমজন হলেন কোচবিহার কেন্দ্র থেকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক আর জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে আরেক বিজেপি প্রার্থী ডা. জয়ন্ত কুমার রায়। ২০১৯ সপ্তদশ লোকসভায় নিশীথ প্রামাণিক মনোনয়নপত্রে মোট সম্পদ দেখান ৯৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১০ টাকা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের ডা. জয়ন্ত কুমার রায় ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পত্রে মোট সম্পদ দেখিয়েছিলেন ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

আর এবার নিশীথ প্রামাণিক জমা করা মনোনয়নপত্রে মোট অস্থাবর সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন ৬০ লক্ষ ১২ হাজার ৬৯৯ টাকা। আর স্থাবর সম্পদ হিসাবে দেখিয়েছেন ৪৫ লক্ষ। মোট ১ কোটি ৫ লক্ষ ১২ হাজার ৬৯৯ টাকা। অর্থাৎ শেষ পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৮৯ টাকা। মোট বৃদ্ধি ৮.৪০ শতাংশ। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা.জয়ন্ত কুমার রায় ২০২৪ – এর লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে জমা মনোনয়নপত্রে মোট অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ৭২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৫৮ হাজার টাকা। আর স্থাবর সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন ১ কোটি ২১ লক্ষ। মোট ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৫৮ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে ৭৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৫৮ টাকা। মোট বৃদ্ধি ৩৯.৯৪ শতাংশ।

ভোট রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে জ্যোতিষ চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রুদ্র করণ প্রতাপ নামে এক তরুণ জ্যোতিষীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে তার পূর্বাভাস দেওয়াকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বড় জনসমর্থন নিয়ে আসার পরও তিনি যে জেলবন্দি হবেন তার পূর্বাভাসও দিয়েছিলেন এই তরুণ জ্যোতিষী। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধ বাঁধতে চলেছে তারও আগাম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এই জ্যোতিষী। এই তরুণ জ্যোতিষী বলেছিলেন, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বড় ধাক্কা খাবেন। অনেকে এই পূর্বাভাস শুনে হাসাহাসি করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ২০২৪ সালের মার্চ মাসেই গ্রেপ্তার করল ইডি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই সময় থেকেই পাঞ্জাবে যে আম আদমি পার্টির সরকার আছে যার মুখ্যমন্ত্রী ভগবান মান সেখানেও উল্টি গুণতি শুরু হবে। প্রসঙ্গত পাঞ্জাবের একমাত্র আমআদমি দলের সাংসদ সম্প্রতি দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এমনকী আম আদমি পার্টির অনেক বিধায়ক দল ছেড়ে বিজেপি মুখী হচ্ছেন। জ্যোতিষীর পূর্বাভাস পাঞ্জাবে ৫ বছর সরকার চালাতে পারবে না আম আদমি দল। আবার নতুন করে জ্যোতিষীর পূর্বাভাস নিয়ে এখন চর্চা শুরু হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে ওই জ্যোতিষী বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর এখন মঙ্গলের মহা দশা চলছে। এই দশা জমি সংক্রান্ত বিষয়কে চিহ্নিত করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জমি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনেক আগেই এরপর পাঁচের পাতায়

চিকিৎসকের অভাবে ভর্তি বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : চিকিৎসকের অভাবে ইনডোর বিভাগের পরিষেবা বন্ধ, সমস্যায় সাধারণ মানুষ।জয়নগরের গোচরন লাগোয়া বারুইপুরের পাঁচগাছিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাবে ইন্ডোর বিভাগের পরিষেবা বন্ধ থাকায় গ্রামের বাসিন্দাদের ভোগান্তি চরমে। ঝাঁ চকচকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। রয়েছে ১০টি বেড। সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোর পরিষেবা।অভিযোগ গত তিন বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এটি। ফলে কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের ভোগান্তি বেড়েছে চরমে।১২ কিলো মিটার দূরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে তাঁদের। অভিযোগ,বার বার প্রশাসনের সব স্তরে জানানোর পরেও এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপরে কোনও নজর দেওয়া হয়নি।আর জয়নগরের গোচরণ মোড় থেকে বারুইপুরে যাওয়ার পথে কুলপি রোডের পাশেই এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ২০১৫ সালে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন করে সংস্কার করা হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারি চিকিৎসালয় সমাজবিরোধীদের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত বাজার মোড়ে ১৪ বছরের একটি পুরনো সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বর্তমানে সমাজ বিরোধীদের আড্ডাবাজি বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় মানুষজন। এমনকী এই সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনের জায়গা দখল করে তৈরি হয়ে গেছে অটো স্ট্যান্ড। এই চিকিৎসালয়ে এক সময়ে চিকিৎসা করাতে আসতেন জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ।আর এখন তা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা। ২০০৮ সালে তৃণমূল

কংগ্রেস জেলা পরিষদের দখল পাওয়ার পর ২০১০ সালের মে মাসে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন তৎকালীন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ। দ: বারাশতের এই সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাত্র ১০ টাকার এরপর পাঁচের পাতায়

ঐতিহাসিক কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন অমৃত ভারত ক্ষেত্রে ব্রাত্য কেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি সারাদেশে বেশ কিছু রেলস্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনের তালিকাভুক্ত করেছেন। আমাদের রাজ্যে ১২টি জেলার ৩৭টি স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশনের মর্যাদা পেয়েছে। এই স্টেশন গুলিকে আধুনিকীকরণ করতে ২৪.৪৭০ কোটি টাকা ব্যয় করবে রেল দপ্তর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর জংশনেও ভার্চুয়ালি শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম ঐতিহাসিক রেলস্টেশন হল কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন। আগে নাম ছিল শুধু বজবজ স্টেশন। বেশ কিছুকাল পূর্বে বজবজে শিখ–ইংরেজ সংঘর্ষের যে কাহিনী আছে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্বীকৃতি দিতেই কোমাগাতামারু যোগ করা হয়। বাংলার মাটিতে চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পরে প্রথম পা রেখেছিলেন স্বামীজি বজবজের মাটিতে। ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরনো স্টেশন থেকে ট্রেনে করে তিনি শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সে কারণে স্বামীজি পদধূলি ধন্য বজবজ স্টেশন একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রতিবছর পূর্ব রেল এখানে ১৯ ফেব্রুয়ারি পূন্যবাহন পূর্ব রেল নামে একটি বিশেষ ট্রেন দিয়ে থাকে। এ বছরও সেই

অনুষ্ঠানটি হয়েছে। বজবজ স্টেশন সে অর্থে এখনো আধুনিকীকরণ হয়নি। স্টেশন রোডের হাল বেহাল অবস্থায় আছে। গাড়ি পার্কিংয়েরও নানা সমস্যা আছে। যাত্রী সাধারণের পরিষেবার ঘাটতি আছে। এ ব্যাপারে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ বলেন, আমি তো কবেই দাবি করেছি স্টেশনকে হেরিটেজের তকমা দেওয়া হোক। অমৃত ভারত স্টেশন এর মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনের। বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল কারণ কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন সকলেই জানেন একটা ঐতিহাসিক রেলস্টেশন। কি ক্রাইটেরিয়ায় এ সমস্ত গুলো ঠিক হয় আমরা জানি না। আগামী দিনে আমাদের এই স্টেশনটিকে আশা করি রেল দপ্তর অমৃত ভারত স্টেশন এর মর্যাদা দেবে। এখানে ওভার ব্রিজেরও দরকার আছে। অনেকবার এ ব্যাপারে আমরা চিঠি চাপাটি দিয়েছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, দেখুন একসঙ্গে সব কিছু তো সম্ভব নয়। সোনারপুর অমৃত ভারতের মর্যাদা পেল আগামী দিনে নিশ্চয়ই কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনটিও সেই মর্যাদা পাবে।

ছবি : অরুণ লোধ

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 24, 13 April - 19 April, 2024

উত্তরের আঙিনায়

স্বাস্থ্য দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের ১–নম্বর গেটের সামনে গত রবিবার সকালে থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির বুকে এই প্রথম এত বড় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি সোশাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন নামের ফোরামে এক হয়ে এই মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এই উদ্যোগের কারণে কিছুটা হলেও

ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোর রক্তের শূন্যতা এবং রক্ত সংকট দূর করা যাবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

জল প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার গজলডোবায় তিস্তা নদী থেকে জল এনে শিলিগুড়ি শহরের জন্য যে 'বৃহত্তর জল প্রকল্পের' কাজ শুরু হয়েছে, আজ তা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগম মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহেলি চক্রবর্তী, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবীর নাগ, কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)–এর ইলেক্ট্রো–মেকানিক্যাল ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রচূড় সরকার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জগন্নাথ চক্রবর্তী, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিক প্রমুখ। এই প্রকল্পের ইলেক্ট্রো–মেকানিক্যাল বিষয়টি দেখার জন্য কেএমডিএ থেকে এই বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা এসেছেন। এছাড়াও ছিলেন এই বিশেষ প্রকল্পের সঙ্গে নিযুক্ত কেএমডিএ–এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(সিভিল) রাজু পাল, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ অধিকারী ও সুজন লামা। পরিদর্শনের পর গজলডোবার হাওয়ামহলে তাদের সঙ্গে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের যা চাহিদা তা পূরণ হবে বলে অনেকের ধারণা।

স্কুল পরিদর্শনে পর্ষদ সভাপতি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গত সোমবার সকালে শিলিগুড়ির প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। এদিন তিনি বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলিপ কুমার রায়। তাঁরা প্রথমে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পরে যান নেতাজী বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শ্রেণিকক্ষে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন পর্ষদের সভাপতি। মূলত ছাত্ররা ঠিক মতো করে পড়াশোনা করছে

কিনা, স্কুলগুলির পরিকাঠামো ঠিকঠাক আছে রয়েছে কিনা, কি কি অসুবিধা আছে এইসব যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেন গৌতমবাবু। তিনি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে জানান, স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেক রয়েছে মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে। দু–একটি বিষয়ে সামান্য কিছু ত্রুটি আছে সেগুলো ঠিক করবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সারাদিন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি।

হিলিতে নির্বাচনী প্রচার ও জনসভা বিপ্লব মিত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মের দাবদহ ও সূর্যের প্রখর তাপকে উপেক্ষা করে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তথা রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত–বাংলাদেশ অধ্যুষিত সীমান্ত লাঘোয়া হিলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি নির্বাচনী প্রচার ও জনসভা করলেন। ওই সভা থেকে বাংলার প্রতি বিজেপির বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে কার্যত বিজেপিকে এক হাত নিলেন প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। এর পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন এই নির্বাচনী প্রচার ও জনসভায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার ও জনসভা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। শাসক ও বিরোধীদল একে অপরকেএক ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে নারাজ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ এপ্রিল – ১৯ এপ্রিল ২০২৪

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বাধা। কাউকে অর্থ ধার দিলেও সেই অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পকেটমার বা অর্থ, চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিবন্দীদের সাহায্য করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ করা শ্রেয় নয় ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শিশুদের খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : আর্থিক আচার্যের দরুণ ঋণগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সংসারে আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুর থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন উপার্জন বৃদ্ধিতে বাধা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানকে দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের লাল কাপড় ও লাল চুড়ি দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাগোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গনেশ বা বিষ্ণু মন্দিরে ব্রোঞ্চের দীপ জ্বালান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, কেশর, হলুদ চন্দন, হলুদ শস্য সব দ্রব্য ব্যবহার করুন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চুরি, পকেটমারী প্রভৃতি অর্থহানির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হতে পারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিকার : নারীদের সম্মান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ হলেও অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শ্রমদানে সম্মান লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র ব্যক্তিদের হলুদ মিষ্টান্ন খেতে দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নামকরা কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পুরানো ও ছেঁড়া বইপত্র ফেলে দিন।

মকর রাশি : কোন সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে কর্মশালা সুযোগ মিলতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া বা দেহের নিম্নাঙ্গের পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাড়িতে কোনো আবর্জনা রাখবেন না।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে যে কোন কর্মে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন। স্বজনের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ পাওয়ার জন্য শেয়ার মার্কেট বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ২৮ বার ওঁম মন্ত্র রোজ পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। প্রিয়জনের থেকে কোনও দ্রব্যাদি বা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা উন্নতির সুযোগ মিলবে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জনিত রোগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

কাজের খবর

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে ৪৯২ অ্যাপ্রেন্টিস শেষ তারিখ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্স 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৪৯ ২জন লোক নেওয়ার যে খবর গত সংখ্যায় বেরিয়েছিল, তার দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৮ এপ্রিল করা হয়েছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), ইলেক্ট্রিশিয়ান, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক, পেইন্টার (জেনারেল)। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭–৩–২০২৪'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক'টি শূন্যপদ : (১) ফিটার– ২০০টি (জেনাঃ ১০১, ও.বি.সি. ৫৪, তঃজাঃ ৩০, তঃউঃজাঃ ১৫)। (২) টার্নার ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। (৩) মেশিনিস্ট–৫৬টি (জেনাঃ ২৯, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪)। (৪) ওয়েল্ডার–৮৮টি (জেনাঃ ৪৪, ও.বি.সি. ২৪, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৭)। (৫) ইলেক্ট্রিশিয়ান ১১২টি (জেনাঃ ৫৭, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮)। (৬) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। (৭) পেইন্টার (জেনারেল)– ১২টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: TS/157/AITT (Part)/2024.

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.apprenticeshipindia.org আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রেলে ১,১১৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণপূর্ব মধ্য রেলের রায়পুর ডিভিশন ও রায়পুর ওয়াগন রিপেয়ার শপ 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ১,১১৩ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে ফিটার, ওয়েল্ডার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেলথ অ্যান্ড স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মেশিনিস্ট, মেকানিক ডিজেল, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার, মেকানিক অটো ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.'র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পা না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২–৪–২০২৪'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক'টি শূন্যপদ: রাইপুর ডিভিশনে শূন্যপদ ৮৪৪টি। ফিটার ২০৭টি (জেনাঃ ৮৩, ই.ডব্লু.এস. ২০, ও.বি.সি. ৫৭, তঃজাঃ ৩১, তঃউঃজাঃ ১৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮, প্রাঃসঃকঃ ২১। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ১৬১টি (জেনাঃ ৬৫, ই.ডব্লু.এস. ১৬, ও.বি.সি. ৪৪, তঃজাঃ ২৪, তঃউঃজাঃ ১২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৬, প্রাঃসঃকঃ ১৬। টার্নার ৫৪টি (জেনাঃ ২২, ই.ডব্লু.এস. ৫, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ৫। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২১২টি (জেনাঃ ৮৫, ই.ডব্লু.এস. ২১, ও.বি.সি. ৫৮, তঃজাঃ ৩২, তঃউঃজাঃ ১৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮, প্রাঃসঃকঃ ২১। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ৮টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্র.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১০টি (জেনাঃ ৪. ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। হেলথ অ্যান্ড স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ২৫টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২. ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ৩। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। মেকানিক ডিজেল ৮১টি (জেনাঃ ৩৩, ই.ডব্লু.এস. ৮, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ৮। মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার ২১টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২. ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ২। মেকানিক

অটো ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ৩৫টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্র.এস. ৩, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ৪। রাইপুর ওয়াগন রিপেয়ার শপে ২৬৯টি। এর মধ্যে ফিটার ১১০টি (জেনাঃ ৪৪, ই.ডব্লু.এস. ১১, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১১। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ১১০টি (জেনাঃ ৪৪, ই.ডব্লু.এস. ১১, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১১। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ২। টার্নার ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্র.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। স্টেনোগ্রাফার ইংলিশ ১টি (জেনাঃ), স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ১টি (জেনাঃ)। এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং: E/PB/R/Rectt/Act. Appr./01/2024–25, Dated 02.04.2024. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ মে'র মধ্যে। এই ওয়েবসাই টে : https:// apprenticeshipindia.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। এছাড়াও সরাসরি ফোন করতে পারেন এই নম্বরে: 7024149242.

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

'নতুন পদ্ধতিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাঁটুর সমস্যার জর্জরিত সকলে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এখানেও সমস্যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। হাঁটু অপারেশনের জন্য লম্বা লাইন প্রত্যেকটি হসপিটালেই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সু পটু ভাবে অস্ত্রপ্রচার হয়ে আসছে বিভিন্ন হাসপাতালে। পিয়ারলেস হসপিটাল এক নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে অস্ত্রোপচার করছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা দাবি করলেন তারাই প্রথম এইভাবে অস্ত্রপ্রচার শুরু করেছে যার নাম দিয়েছে 'হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স'। প্রথমে রোগীর সমস্যা বুঝে কম্পিউটারের মাধ্যমে হাড়ের জায়গা নির্ধারণ করে তারপর অস্ত্রোপচারে টেবিলে একটি চশমার মাধ্যমে সেই নির্ধারিত হাড়ের প্রতিচ্ছবি শূন্যে ভেসে ওঠে। হাড়ের যে অংশ দেখা যায় না অর্থাৎ যতটুকু কাটা হয় না সেই জায়গাটিও পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে ভেসে ওঠে শূন্যে যা ডাক্তারদের সাহায্য করে সঠিকভাবে অস্ত্র প্রচার করতে। এই থ্রিডি পদ্ধতির মাধ্যমে অস্ত্রোপচার সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে নির্ভুল অস্ত্র প্রচার করা সম্ভব বলে জানান বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর সুজিত কর পুরকায়স্থ, মেডিকেল ডিরেক্টর ডাক্তার ভি আর রামানান, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবিন্দ্র পাই, ক্লিনিকাল ডিরেক্টর ডাক্তার সোমনাথ দে, সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার স্বর্ণেন্দু সামন্ত, অর্থোপেডিক এবং টমাটোলজির সিনিয়র কনসাল্টেন্ট ডাক্তার সুদীপ্ত মুখার্জী সহ ডাক্তার নিখিলেশ দাস। তারা জানান পূর্ব ভারতে পিয়ারলেস হসপিটাল একমাত্র জায়গা যেখানে এই রকমের অস্ত্রোপচার শিখতে পারা যাবে। এবং তারা বলেন অস্ত্রোপচারের খরচাও এতে অনেক কম কারণ এই পদ্ধতি তথা সরঞ্জাম খুবই স্বল্প খরচে পাওয়া যাচ্ছে, মাত্র ৫০ লাখে।

হোমিওপ্যাথি দিবস সিম্পোজিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি :রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উপলক্ষে ১০ এপ্রিল নতুন দিল্লিতে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথির আয়োজনে দু'দিনের একটি হোমিওপ্যাথি সিম্পোজিয়াম–এর উদ্বোধন করেন। এই সিম্পোজিয়ামের মূল ভাবনা 'গবেষণাকে শক্তিশালী করে তোলার মধ্য দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি'। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে গবেষণার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আবহে সিম্পোজিয়ামের মূল ভাবনাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেখা যায়, অনেকে কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের একটি অভিজ্ঞতার কথা সকলের মধ্যে ভাগ করে নেন যেখানে ঐ ব্যক্তির বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে কাঙ্খিত ফল না মেলায় তিনি হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নেন এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানীরা তখনই স্বীকৃতি দেবেন যখন সেটি উপযুক্ত তথ্য সহকারে পরিবেশিত হবে।

শব্দবার্তা ২৮৯

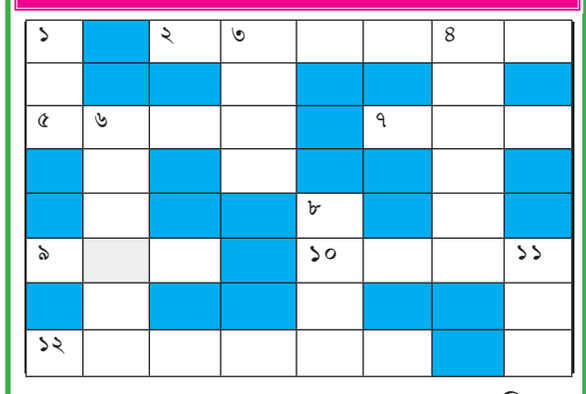

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। পদ্ম কলি ৫। বর্ষীয় রাস্তাঘাট এমনই হয় ৭। সংকট ৯। অবস্থা, দশা ১০। — নির্বিশেষে ১২। প্রতিধ্বনি।

উপর–নীচ

১। পদ্ম ৩। কলকাতার মেট্রো রেল স্টেশন ৪। বিবিধ ৬। (আল.) গুণবতী ও নম্র নারী ৮। রাজকীয় ১১। মাহিনা, বেতন।

সমাধান : ২৮৮

পাশাপাশি : ১। অভিজন ৪। কাজ ৫। সরবরাহ ৭। গলদ ৯। ঠিকুজি ১০। আনাজপত্র ১১। ঘর ১২। ধনজন।

উপর–নীচ : ১। অজ ২। জতুরস ৩। নিগ্রহ ৪। কাঙালখানা ৬। রাজকুমারী ৮। উপবন ১০। আলম ১১। ঋণ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত শিশুর নাম আফ্রান মোল্লা। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ এলাকার জেলেপাড়ার বাসিন্দা ১০ মাসের শিশু আফ্রান। মঙ্গলবার বাড়িতেই খেলছিল। আচমকা বোতলে রাখা কেরোসিন খেয়ে ফেলে। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ওই শিশুকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসা চলছিল। বুধবার রাতে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। অন্যদিকে, ঈদের মুহূর্তে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অস্বাভাবিক মৃত্যু,এলাকায় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম ভৃগুরাম নায়েক (৫১)। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা কাছারীপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভৃগুরাম নায়েক দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এদিন রাতে পাড়ায় একটি কালিপুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান চলছিল। আচমকা সেখান থেকে বাড়িতে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে রান্নাঘরে ঢুকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, এমন ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সাইকেলের সঙ্গে বাইকের ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সাইকেলের পিছনে বাইকের সজোরে ধাক্কা। ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুজন। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার ঝড়খালি রোডের শঙ্করমোড় এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন আতিয়ার লস্কর ও আরিপজান সেখ। দুজনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে সাইকেল চালিয়ে শঙ্করমোড় থেকে শিবগঞ্জের বাড়িতে ফিরছিলেন আতিয়ার লস্কর। সেই সময় তার পিছনে থেকে একটি মোটর সাইকেল সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সাইকেল চালক ও বাইক চালক দুজনেই। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সাইকেল চালক আতিয়ার লস্করের মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগায় তার অবস্থা সঙ্কটজনক।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সোমবার ঘটনাটি ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়। মৃতের নাম রুদ্র দাস(৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে পারিবারিক অশান্তির জেরে পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই যুবক। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কী কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হল তা জানতে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম সনৎ খন্ডী(৬৫)।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালির বাসিন্দা বৃদ্ধ সনৎ খন্ডি। বুধবার পারিবারিক অশান্তির জেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ছোট মোল্লাখালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

ক্রাইম ডেস্ক

গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নোদাখালি : ৭ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত কাশিপুর-আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মিস্ত্রিপাড়ায় এক গৃহবধুর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় ওই গ্রামে তৌফিক মল্লিক তার স্ত্রী আরমিনা বিবি এবং বাবা আনিসুর মল্লিক ও মা তনুজা বিবি বসবাস করতেন। ওইদিন দুপুর দুটো নাগাদ হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে গৃহবধূ আরমিনা বিবি নাকি মারা গেছেন। গ্রামের লোকেরা ওই বাড়িতে ছুটে আসেন। ওই বাড়ির যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারা তাদের জানায়, ওই গৃহবধুর নাকি শরীর খারাপ ছিল অটো করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে তার মৃত্যু হয়েছে। একথা গ্রামবাসীরা মানতে চায়নি। তারা ওই বাড়ির উপরে চড়াও হয়। নোদাখালী থানার আইসি বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। শ্বশুর-শাশুড়িকে পুলিশ আটক করলেও স্বামী তৌফিক মল্লিক পলাতক। ওই এলাকার গ্রামবাসীরা জানান, মৃতা আরমিনা বিবির ওপর প্রতিদিনই শারীরিক নির্যাতন করতো তার স্বামী এবং শ্বশুর শাশুড়ি। ডাক্তারখানায় গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। আমাদের ধারণা ওর স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি নির্যাতন করে গৃহবধূকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্ত করে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমরা দাবি করছি। পুলিশি সূত্রের খবর এখনো কেউ অভিযোগ জানায়নি তবে পুলিশ সুওমোটো কেস করে তদন্ত শুরু করবে। প্রসঙ্গত, ২দিন বাদে পোস্ট মর্টেমের পর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায় মুচির পোলে। টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। পরে পুলিশ মৃতা গৃহবধূর দেহ তার স্বজনদের হাতে তুলে দেয়, এবং কলকাতায় সমাধিস্থ করা হয়। মূল অভিযুক্ত তৌফিক মল্লিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অবৈধভাবে ডোবা বুজিয়ে রাস্তা নির্মাণ রুখল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাউথবাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিনগর গ্রামে একটি ডোবা বুজিয়ে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছিল। ওই এলাকার ৫নম্বর বিজেপির মণ্ডল নেতৃত্ব বিষয়টি লিখিতভাবে অভিযোগ করেন বিডিও, বিএলএলআরও এবং নোদাখালী থানার আইসির কাছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় অবিলম্বে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। ৭ এপ্রিল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের পাশে একটি জলাশয়ে দুদিকে শাল বলগা পুঁতে জেসিপি দিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু সেই শাল বলগা তুলে মাটি সরানোর প্রক্রিয়া চলছে। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মানস দাস জানান, ডোবাটি বেচুলাল রায়ের নামে নথিভুক্ত, কোন মিউটেশন ছাড়াই অবৈধভাবে এখানে ডোবা বুজিয়ে রাস্তা হচ্ছিল। এই ডোবার পিছনে একটি জায়গায় প্রমোটিংয়ের পরিকল্পনা চলছে। এই রাস্তা করার নেপথ্যে আছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা ডাক্তার তরুণ রায়, সুন্দর গোপাল সাঁতরা, মইদুল শেখ, দেবব্রত মণ্ডল। আমরা আগামী সোমবার জেলাশাসকের কাছেও এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাবো। ৫নম্বর বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পৃথা দাস বলেন, প্রশাসন এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় গ্রামবাসীরাও খুশি। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার তরুণ রায় বলেন, ডোবা বুজিয়ে রাস্তা করছিল এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। হিংসা করে আমার নাম জড়ানো হচ্ছে। সাউথ বাওয়ালি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সুদেশ মাঝি এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে দলীয়ভাবে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছি। যারা ডোবা বুজিয়ে রাস্তা করছিল তাদেরকে বলা হয়েছে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

আইএসএফ কর্মীকে বেধড়ক মারধর খুনের হুমকি অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

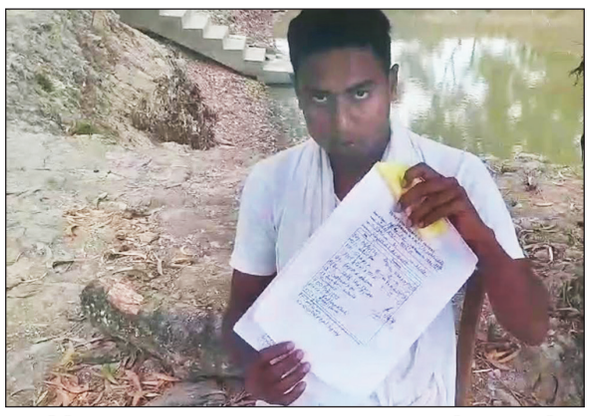

নিজস্ব প্রতিনিধি : সএক আইএসএফ কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে ঘটনার বিষয় জানিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ব্যক্তি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি পঞ্চায়েতের গোপালকাটা গ্রাম। গ্রামেরই যুবক জুলফিকার মোল্লা। তিনি স্থানীয় আইএসএফ কর্মী। শনিবার সন্ধ্যায় ইফতার শেষে পাড়ার একটি চায়ের দোকানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ঝড়ো ওরফে সুবিদ আলি ঢালি ও তার দলবল জুলফিকার মোল্লাকে আচমকা ঘিরে ধরে। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। পাশাপাশি জবকার্ডের টাকা তোর কোন বাপ দেয় বলে গালিগালাজ করে খুন করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। সেখান থেকে কোনওরকমে প্রাণে পালিয়ে বাঁচে ওই আইএসএফ কর্মী। পরে চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর গোসাবা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত আইএসএফ কর্মী সমর্থক।

জুলফিকার জানিয়েছেন, 'জব কার্ডের টাকা নিয়ে এলাকায় সমস্যা হয়েছিল। সেটা নিয়ে আমি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোষ্ট করেছিলাম। স্থানীয় পাঠানখালি তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সুবিদ ওরফে ঝড়ো ঢালি মেনে নিতে পারেন নি। সেই কারণে আমার উপর এমন জঘন্যতম অত্যাচার।'

সমস্ত ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা সুবিদ ওরফে ঝড়ো ঢালি। তিনি বলেছেন, 'নিজেরা নিজেরা মারপিট করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেস ঘৃণ্য রাজনীতি করে না। অনদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ।

গড়দেওয়ানিতে বসল নলকূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলস্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের ২৩৮ নং বুথে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখের উদ্যোগে একটি গভীর নলকূপ বসানোর কাজের সূচনা হল সোমবার। এদিন এই সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি হারুন রশিদ মোল্লা, মতিউর রহমান শেখ, হাসান লস্কর সহ আরো অনেকে। এই গভীর নলকূপ বসানোর ফলে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে মিছিল সহকারে পথ অবরোধে শামিল হলেন গ্রামের প্রমিলা বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের ফলে বাসন্তী হাইওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণ নিত্যযাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। প্রায় ৪০ মিনিট পথ অবরোধ চলার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ তোলেন প্রমিলা বাহিনী।শুরু হয় যান চলাচল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সোনাখালি এলাকার পচা পাড়ায়(বৈরাগী পাড়া)। সেখানে পিন্টু সরদার নামে এক ব্যক্তি বার ও মদের দোকান করার জন্য তোড়জোড় করে দোকান ঘর তৈরি করেন। গ্রামবাসীরা জানতে পেরে তারা মদের দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা আবগারী,স্থানীয় থানা এবং ব্লক প্রশাসনকে অবগত করে একটি লিখিত আবেদন করেন। আবেদনে কোনও সাড়া না পেয়ে বুধবার তারা আন্দোলনে নামেন। প্রমিলা বাহিনীর দাবি, পাড়ার মধ্যে মদের দোকান করলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। পাড়ার মধ্যে প্রায় ৫০০ অধিক স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট হবে। প্রশাসন যদি মদের দোকান বন্ধ না করে,তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সহ অনশনে বসতে বাধ্য হবেন।'

উদ্ধার তাজা বোমা কয়লা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে বনহাট গ্রামে পুকুরপাড়ে বাগানের মধ্যে প্লাস্টিকের তিন ব্যারেল ভর্তি বোমা উদ্ধার করে রামপুরহাট থানা পুলিশ। তিনটি ব্যারেলে প্রায় চল্লিশটিরও বেশী তাজা বোমা মজুদ ছিল। সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ষাটনং জাতীয় সড়কে সিউড়ি রিল্যাকস বারের কাছে দুটি মোটরসাইকেল থেকে কুড়ি কুইন্টাল অবৈধ কয়লা উদ্ধার করে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম সাহিল খান বাড়ী দুবরাজপুর থানার পারগোপালপুর গ্রামে। দুবরাজপুর থানার গোপালপুর থেকে অবৈধ কয়লা মোটরসাইকেলে করে চন্দ্রপুর হয়ে আমোদপুর নিয়ে যাচ্ছিল বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত কয়লা এবং ধৃতকে সিউড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

কর্মীর অভাবে জয়নগরের বহু গ্রন্থাগার বন্ধ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: কর্মীর অভাবে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ জয়নগরে।মন্ত্রীর কর্মী নিয়োগের আশ্বাসের পরেও খুলছে না গ্রন্থাগার গুলি।থরে থরে সাজানো আছে বই কিন্তু কর্মী নেই একের পর এক বন্ধ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গ্রন্থাগারগুলি তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। দক্ষিণ বারাসাতের বহু প্রাচীন হিতোষিনী পাঠাগার, বহড়ুর শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইবেরী, জয়নগরের বান্ধব লাইব্রেরি, মজিলপুর শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার সহ আরো অনেক। একে একে এই পাঠাগারের কর্মী অবসর নিয়েছে তারপর থেকে গ্রন্থাগারের তালা মারা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে কর্মী সংকটের কারণে রীতিমতো জেলার বহু গ্রন্থাগার বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক পাঠক বলেন, বহুবার গ্রন্থাগার দফতরে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। আমরা চাই আগের মত ভাবে গ্রন্থাগারগুলি খোলা হোক। আর এই বন্ধের কারণে পাঠকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে আগের মতো আর মানুষ সেভাবে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মানুষ আস্তে আস্তে গ্রন্থাগারের কথা ভুলতে শুরু করেছে। যতই মোবাইল টিভি আসুক না কেন বই পড়ার মধ্যে হাত একটা অনুভূতি থাকে অনেক কিছু শেখার আছে বইয়ের মধ্যে থেকে। যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,আমি বিধায়ক হবার পরে স্থানীয় গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বই দিয়েছিলাম তবে সেভাবে আর পাঠক দেখা যায় না তবে গ্রন্থাগার গুলি যাতে নিয়মিত খোলা যায় তা দেখা হচ্ছে। এবিষয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, কর্মী নিয়োগ চলছে। খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগার গুলো আবার খুলবে। কিন্তু গ্রন্থাগার মন্ত্রীর আশ্বাসের পরেও নিয়োগ না হওয়ায় এখনো বন্ধ জয়নগরের গ্রন্থাগারগুলি। বঞ্চিত হচ্ছে বইপ্রেমীরা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

আদর্শ হিন্দী হাইস্কুলে ক্ষমতার লড়াই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সংবাদে প্রকাশ বেশ কিছুদিন ধরে কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে বিবোধ ও অন্তর্দ্বন্দে মোমিনপুরস্থ আদর্শ হিন্দী হাইস্কুলের নাভিঃশ্বাস উপস্থিত। পরিচালক মণ্ডলীর ক্ষমতার লড়াইয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা লাটে উঠতে বসেছে। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা স্কুল যদি বন্ধ হয়ে যায় তাদের ছেলেদের কোথায় ভর্তি করবেন!

বর্তমান এই অসহনীয় অবস্থার তথ্য সংগ্রহে জানা যায় ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক শ্রী এমডি শুক্লাকে কার্য্য-নির্বাহক সমিতিতে কো-অপশান করা নিয়েই ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বিরোধ সুরু হয়। এরপর সম্পাদক শ্রী জি হরলালকা কর্তৃক শ্রী এস তেওয়ারীকে সহঃকারী প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োগ এবং পরে প্রধান শিক্ষককে সরিয়ে শ্রীতেওয়ারীকে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দান এই অরাজকতার মূল কারণ।

সংবাদে আরও প্রকাশ সরকারী শিক্ষা দপ্তর জেনে শুনেও এ ব্যাপারে নির্বিকার। অথচ বিদ্যালয়ে আইন কানুন ভঙ্গ করে কাজ কর্ম্ম চলছে বলে নানা অভিযোগ উঠলেও শিক্ষা দপ্তর আজ পর্যন্ত কেন প্রশাশক নিয়োগ করলেন না, তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছে না। আমাদের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে অবিলম্বে সরকারী প্রশাসকের হাতে স্কুল পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে দিতে হ'বে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে স্কুলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হ'বে।

৮ম বর্ষ, ৬ই এপ্রিল ১৯৭৪, শনিবার, ২২শ সংখ্যা, ২৩শে চৈত্র, ১৩৮০

বিজেপি সদস্যর নিখোঁজ ছেলের সন্ধান মিলল পুরীতে

ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার সাতগাছিয়া গ্রামের বিজেপির সদস্য কৌশিক খাঁড়ার নাবালক ছেলে গত ১ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিল। নোদাখালি থানার পুলিশ ১ এপ্রিল থেকেই কেস রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ১০ এপ্রিল এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির মুখপাত্র শঙ্কুদেব পন্ডা কৌশিক খাঁড়া ও তার স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুলিশ নাকি এব্যাপারে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমনকী কৌশিক খাড়া ও তার স্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কেউ কেউ নাকি তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, বুচানের হাতে পায়ে ধরতে তাহলেই তাদের ছেলে ফিরে পাবে। প্রসঙ্গত তারা কোন পদবী উল্লেখ করেননি। তবে নোদাখালী থানা এলাকার বুচান বলতে বজবজ দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জিকেই অনুমান করছেন অনেকেই। এই প্রসঙ্গে বুচান ব্যানার্জি জানান, দেখুন কৌশিক খাড়া পঞ্চায়েত সদস্য জানি তবে তাকে আমি কোনদিন দেখিনি। যদিও আমার কোন পদবী বলেনি, তবুও এ ব্যাপারে আমার মানহানি হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আমার আইনজীবির সঙ্গে কথা বলব। ওইদিনই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, কৌশিক খাঁড়া নামে এক ব্যক্তি, তার নাবালক ছেলে নিখোঁজ হয়েছে বলে ১ এপ্রিল নোদাখালী থানায় জিডি করে। নোদাখালি থানার পুলিশ ওইদিনই কেস রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। কারোর বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়নি। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে। তিনি বলেন একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পুলিশের কর্মপদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। সেই অভিযোগ ঠিক নয় পুলিশ যে সঠিকভাবে তদন্ত করছে তার জন্যেই এই সাংবাদিক সম্মেলন। প্রসঙ্গত, সাংবাদিক সম্মেলনের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিখোঁজ বালকের সন্ধান পাওয়া যায় পুরীতে। একটি ফোনের সূত্র ধরে কৌশিক খাঁড়ার পরিবার পুরীতে পৌঁছে ছেলেকে উদ্ধার করে। তবে কীভাবে তাদের ছেলে পুরী পৌঁছে গেল সেই বিষয়টি এখনো ধোঁয়াশা।

থানার উদ্যোগে চশমা বিতরণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : জয়নগর থানার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর থানায় বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হল।এদিন এই চশমা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, এএসআই পৃথিশ ঘোষ,দক্ষিন বারাশত চক্ষু হাসপাতালের কর্ণধার দেবব্রত দাস সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর থানা এলাকার ৫২ জন মানুষের হাতে এই চশমা তুলে দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে গত মার্চ মাসে জয়নগর থানায় হয়ে গেছিলো স্বাস্থ্য শিবির। আর এই শিবিরে বিনামূল্যে চোখ দেখানোর পাশাপাশি বিনামূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর সেই চশমা এদিন তুলে দেওয়া হল চশমা প্রাপকদের হাতে। দক্ষিণ বারাশত চক্ষু হাসপাতালের সহায়তায় এই চশমা গুলি বিতরণ করা হয়। আগামী দিনে ও এই ধরনের অনুষ্ঠান হবে বলে এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল জানান।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১৩ এপ্রিল – ১৯ এপ্রিল ২০২৪

নির্বাচনে বাঙালির প্রাপ্তি

গাজনের বাজনা থেকে বাঙালির নববর্ষের আমেজ এসে গেছে। ঠিক একশো বছর আগে এমন আবহাওয়াতেই কলকাতার মেয়র নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র হন প্রথম কলকাতার নাগরিকদের ভোটে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত দেশবন্ধু স্বল্পকালীন জীবনে যে সমস্ত বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক এবং চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা, বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান, বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদি অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ব্রিটিশ আমলে। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন নির্বাচিত প্রশাসনিক প্রধান সুভাষচন্দ্র বসু। বাঙালি বাংলার এই অবদান, ঐতিহ্য ভুলেছে রাজ্য ও দেশের বড় বড় রাজনৈতিকদল এবং নেতা নেত্রীরা।

সাত দফায় লোকসভার নির্বাচনের সূচনা পর্বেই নানা নাটকীয় পর্ব উপহার পেয়ে চলেছে এরাজ্য। রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতির বন্যা বাংলার আকাশ–বাতাস, মাঠ–ময়দান কতটা সিক্ত করবে তা জানা না গেলেও এই মুহূর্তে এটা নিশ্চিত যে রঙ্গে ভরা বঙ্গে আরো অনেক অলীক কু–নাট্য প্রদর্শিত হবে। অকথা–কুকথা, হুমকি সহ নানা শব্দবন্ধ এবঙ্গে নতুন নয়, নতুন নয় নেতানেত্রীদের পারস্পরিক আস্ফালন। যথানিয়মে তার প্রভাব হাজার হাজার ভোটকর্মীরা কমবেশি হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করে থাকেন। কেন্দ্রের বঞ্চনা থেকে এক দেওয়ানি বিধি, দুর্নীতি থেকে সন্দেশখালি কিংবা 'বন্ধুত্বপূর্ণ' ইন্ডিয়া জোটের পারস্পরিক লড়াই এবঙ্গে বৈচিত্র্য এনেছে সন্দেহ নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আরো আরো অর্থে পূর্ণ হবার আশা ও আশ্বাসে যখন নববর্ষের প্রত্যাশা ক্রমশ ঊর্ধমুখী তখন কয়েকটি দৃশ্য বেশ উপভোগ্য হয়েছে গড় বাঙালির কাছে। পবিত্র ঈদের দিন বাম–তৃণমূল প্রার্থীরা সেইজন্য সাক্ষাতে বৈরীতাকে দূরে ঠেলেছেন ক্যামেরার সামনে। আমজনতার মনজয় করতে দিনরাত এককরে কেউ কোলে শিশু তুলে নিচ্ছেন কেউ বা 'গরিবের' বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে তৃপ্ত হচ্ছেন। আর কেউ বা জেলাবাসীকে 'দর্শন' দিয়ে ধন্য করছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন পরবর্তী টিভি শোতে অগ্রাধিকার দেবেন তার নির্বাচকদের। গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তর করতেই চেষ্টা করেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। আর বাংলার ঘরে যত ভাইবোন'কে একসুরে এক লক্ষ্যে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন কবিগুরু। কিন্তু এ বাংলার ঘরে ঘরে বেকারত্ব, হতাশা, মান অপমানের আর বিভেদ সৃষ্টির নানা উস্কানি দূষিত করছে বঙ্গের সামাজিক স্বাভাবিক বন্ধন। সাংস্কৃতিক, আর্থিক আশ্বাস রাজনৈতিক অনৈতিক্যের বেসুরো তানে আজ দিশেহারা। নতুন বছর এই অস্থিরতা মুক্ত হবে এটাই একমাত্র বঙ্গবাসীর প্রত্যাশা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জানবে, আত্মায় যা নেই, তার কার্য্যকারীতাও নেই, সুতরাং স্থূলশরীরের সত্যতা নেই, স্থূলদেহ তাই সত্যের কাছে যেতে পারে না।

প্রথম লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, মা! আমার স্বামী পদ্ম রাজার মৃত্যুতে এখন আমার কি কর্তব্য? সরস্বতী বললেন, মৃত্যুর পর কর্মের ফলাফল কিভাবে ভোগ হয়, তোমার জ্ঞাতার্থে তা সবিস্তার বলছি, শোন। সৃষ্টির প্রথমে সত্যযুগে মানুষের আয়ু চারশ' বছর, ত্রেতাযুগে তিনশ' বছর, দ্বাপরে দুইশ' এবং কলিযুগে একশ' বছর নিয়মিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম–দেশ–কাল এবং কর্মের উপাচার–দ্রব্য ইত্যাদির শুদ্ধি–অশুদ্ধির উপর আয়ুর হ্রাস–বৃদ্ধি নির্ভর করে। সংযত ও ধর্মজনক কর্মের অনুশীলনে আয়ু বৃদ্ধি এবং বিপরীত আচরণে আয়ু হ্রাস হয়। মৃত্যুজনক কর্মে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। জীবের মৃত্যুকালে আর মর্মচ্ছেদ দারুণ কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। মূর্খ, ধারণাশীল এবং যুক্তিমান তত্ত্বজ্ঞ মানুষের কাছে মৃত্যু আদৌ দুঃখজনক হয় না। জ্ঞানচর্চায় সংস্কৃত না হওয়া, অসৎ সঙ্গে ও কর্মে নিরত মানুষ মোহগ্রস্ত থাকায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মত অসহ্য দহনজ্বালা ভোগ অর্জন করে। লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, দেহে ঐ প্রকার ব্যথা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, অচেতন অবস্থা হয় কেন? সরস্বতী বললেন, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যতে জীব উক্ত ভোগসম্পন্ন হবে, সঙ্কল্প প্রভাবে বিধাতার এই নিয়ম নির্দিষ্ট আছে, তাই জীবের স্বভাবে তা নিহত থেকে উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়। দেহস্থ নাড়ীগুলি তপ্ত পিত্তরসে পীড়িত হয়ে বিষম খাদ্যরস গ্রহণ, শরীরস্থ সমান বায়ু তখন ভুক্ত দ্রব্যের সমীকরণ করতে পারে না। তখন নাড়ীদ্বার অবরুদ্ধ হয়ে বায়ু বা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হয়ে গেলেও ইন্দ্রিয়সকল স্পন্দনরহিত হয়ে মূর্চ্ছার কারণ ঘটায়। নাড়ীসমূহ বিকল হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়সমূহও শক্তির অভাবে কার্য্যক্ষমতা হারায় এবং তার প্রবাহ স্তব্ধ হয়, প্রাণশক্তির এই নিষ্ক্রিয়তার শক্তির অভাবে কার্য্যক্ষমতা হারায় এবং তার প্রবাহ স্তব্ধ হয়, প্রাণশক্তির এই নিষ্ক্রিয়তার নাম হল মৃত্যু। 'আমি জন্মাব এবং এই সময় দেহত্যাগ করব' এই চিতসঙ্কল্পে যা জন্মের প্রাক্‌কালে অন্তরে উদিত হয়েছিল, তা ই নিয়তি হয়ে জন্ম–মৃত্যু রূপে দেখা দেয়। একই নদীর জল যেমন বিভিন্ন স্থলে নির্মল এবং মলিন থাকে, তেমনই একই চেতন নির্মলরূপে থাকেন। অচেতন জীবের কাছে জন্ম–মৃত্যু বাস্তবিক হলেও চেতন–আত্মার জন্ম বা মৃত্যু হয়ই না। জগতে অসংখ্য দেহ প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে চলেছে, কিন্তু পুরুষ বা আত্মার বিলুপ্তি কখনও হয়নি, হবেও না। চেতন অবিনাশী, অবিকার। অন্যপক্ষে চেতন নয় যা, সেই জড়ের অর্থাৎ তাবৎ জীব ও জগতের বিকার ও বিনাশ স্বাভাবিক। বিচার এবং অনুশীলনের দ্বারা চিত্তের বাসনারূপী মল বিনষ্ট যখন হয়, তখন জন্ম–মৃত্যু আর প্রতিবিম্বিত হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মথুরাপুরে এবার ত্রিমুখী লড়াই হলেও ফ্যাক্টর কিন্তু আইএসএফ

অরিজিৎ মণ্ডল

একটা সময় বাম দুর্গ বলে পরিচিত ছিল এই লোকসভা। কিন্তু যে সময় ২০১১ সাল থেকে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের পালাবদল শুরু হয় তার আগেই ২০০৯ সালে এই লোকসভা দখল করেছিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৬২ সাল থেকে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন শুরু হয়, তারপর একের পর এক, প্রথমে কংগ্রেস

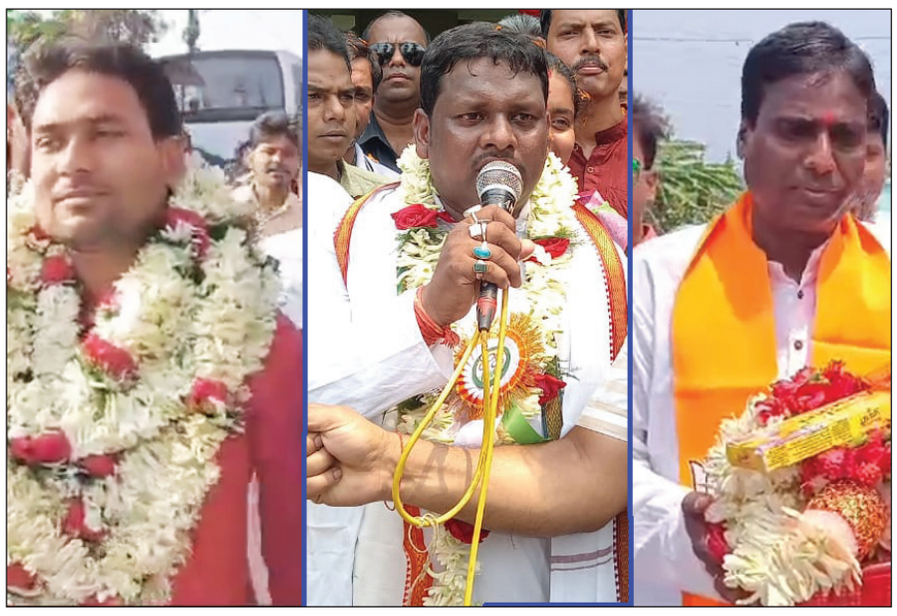

তারপর বাম শাসন মাঝে আরো একবার কংগ্রেস দখল করলেও ২০০৯ সাল থেকে এই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র চলে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। তখন এই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন চৌধুরী মোহন জাটুয়া। এরপর থেকে একের পর এক লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের ধরাশায়ী করে চৌধুরী মোহন জাটুয়া মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হন।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে ৭টি বিধানসভা। পাথরপ্রতিমা, সাগর, কাকদ্বীপ, রায়দিঘি, মন্দির বাজার, মগরাহাট পশ্চিম ও কুলপি বিধানসভা। ৭টি বিধানসভার মোট পুরুষ ভোটার সংখ্যা – ৯,৩৩,৪১২ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা–৮,৮৩,৩৩৬ যার মধ্যে রয়েছে ৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট।

২০২১ সালে এই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন চৌধুরী মোহন জাটুয়া। বাম প্রার্থী ছিলেন ডঃ শরৎচন্দ্র হালদার ও বিজেপি প্রার্থী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ হালদার। বিজেপি প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদারের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫,২২,২৬৭, বাম প্রার্থী ডঃ শরৎচন্দ্র হালদারের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৯২,৩৭২ তবে বিরোধীদের ধরাশায়ী করে প্রায় ৬৫ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া। তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৭,২৬,৪২৪। কিন্তু এবারে তাঁর বয়ঃজনিষ্ঠ কারণে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকায়েত ও আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয়কুমার দাস।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মূলত এবারে লড়াই ত্রিমুখী। কারণ একদিকে যখন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার উন্নয়নের বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন ঠিক তখনই দুর্নীতিকে অস্ত্র করে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকায়েত। আর অন্যদিকে, পঞ্চায়েতের হিংসাকে আরো একবার মানুষের সামনে তুলে ধরে প্রচারে ব্যস্ত আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের একটা বড় সমস্যা এলাকার মানুষের চিরস্থায়ী পাকা নদী বাঁধ। প্রত্যেকবারই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, মৌসুনি দ্বীপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দা মিনতি পাত্রের অভিযোগ এলাকায় দীর্ঘ চার মাসেরও বেশি সময় ধরে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। সারাবছরই কমবেশি এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে একমাত্র এলাকায় সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী আসলে তবেই নাকি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পাম্প চালু করা হয়। অন্যথায় বন্ধই থাকে এই পাম্প। অন্যদিকে, শেফালী হালদার নামে আরেক সাধারণ বাসিন্দার দাবি ইয়াস আমফান বুলবুলের মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখনো পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে ভাসে। ভোট আসলেই জনপ্রতিনিধিরা এই প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকায় এসে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাকা নদী বাঁধতো দূরের কথা সাধারণ মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পর্যন্ত পায়নি তারা এখনো পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি এই এলাকায়। সন্ধ্যে নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যায় এই গোটা দ্বীপ। পাশাপাশি মন্দিরবাজার বিধানসভার এক সাধারণ বাসিন্দা রনজিত হালদার জানায় এলাকায় উন্নয়ন হলেও তা তৃণমূল নেতাদেরই হয়েছে। এখনো পর্যন্ত আবাস যোজনার ঘর পায়নি তারা, ১০০ দিনের জব কার্ডের টাকা দিলেও রাজ্য সরকার যারা প্রকৃত জব কার্ডে কাজ করেছে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকে টাকা ঢুকেছে তৃণমূল নেতাদের একাউন্টে। তবে অন্যদিকে, আবার মথুরাপুর ১নম্বর ব্লকের লালপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণকান্ত দলুই জানায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নে তারা সমস্ত কিছুই পাচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সুবিধাই মিলছে তাদের।

কিছুদিন আগেই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে ঢোলায় একটি সভা থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৩লক্ষ ভোটে জেতার মার্জিন বেঁধে দিয়েছেন। আর তাকে পাথেয় করে ইতিমধ্যেই মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। কখনো রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিজেই রক্তদান করছেন আবার কখনওবা স্থানীয় কোন মসজিদে মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নিচ্ছেন তিনি। তবে অন্যদিকে আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস ও শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে নয়, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাচ্ছেন।

একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার প্রচারের পাশাপাশি জানায় জয়ের ব্যাপারে তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদী। মানুষ দু'হাত ভরে থাকে আশীর্বাদ করবে। তখন অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকায়েত জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি নিজের পঞ্চায়েত কৃষ্ণচন্দ্রপুর নিজের দখলে রাখতে পারেনি। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার। মানুষ সমস্ত কিছুই বুঝতে পেরেছে ভোট বাক্সে এর যোগ্য জবাব দেবে। আর রাজনীতির টানা পড়েনের মাঝেই এখন বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস। অধ্যাপক অজয় কুমার দাস একদিকে যেমন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোটা বাংলা জুড়ে যে হিংসা তাকে সামনে রেখে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন ঠিক তেমনি এই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে তিনি দিল্লির বুকে তা প্রতিষ্ঠা করতে চান এমনটাই জানান।

তবে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের লড়াইটা এবার শুধু তৃণমূল অথবা বিজেপির মধ্যে নয় বড় ফ্যাক্টর আইএসএফও। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবারে হতে চলেছে ত্রিমুখী লড়াই। আর তার মধ্যে ভোট বাক্সের ফলাফলে কে শেষ হাসি হাসে তা শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা।

তৃণমূলকে বিপাকে ফেলতে পারে বারাসত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত লোকসভা কেন্দ্র বাম আসনে দীর্ঘদিনের কাসতালুক হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এই কেন্দ্রে বরাবরই ফরওয়ার্ড প্রার্থী জয়ী হতেন। কিন্তু ২০০৯ সালে বামফ্রন্টের সেই খাসতালুক ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। সেই বছর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সুব্রত বসুকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। সেবার তৃণমূলের ঝোলায় পড়ে ৫১ শতাংশ ভোট। আর ফরওয়ার্ড ব্লক পায় ৩৯ শতাংশ ভোট। আর বিজেপি পায় ৫.৪ শতাংশ ভোট। পরে ২০১৪ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভোট কমে ২৮.০ শতাংশ, আর বিজেপির ভোট বেড়ে হয় ২৩.৬ শতাংশ। সেবার 'বামের ভোট রামে', এরকম একটা প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সেবছর তৃণমূলের ভোট কমে ৪১.৯ শতাংশে পৌঁছোয়। আর জা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার আবারও সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। সেবারও দ্বিতীয় স্থানে থাকে বামফ্রন্ট। ২০১৯ সালে মোদী ঝড়ে তুমুল লড়াই হয় বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে। বারাসত বিধানসভায় বিজেপির তেমন প্রচার ছাড়াই তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়। যদি দেগঙ্গা বিধানসভায় বেশি ভোটে লিড না দিত তাহলে তৃণমূল সাংসদের জয়ের ক্ষেত্রে বাধা হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

বিজেপি সেবার ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ১০১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়। তৃণমূল সেবার ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৪ ভোট পেয়ে ৪৭.১ শতাংশ হিসাবে ৮ শতাংশ বেশি মার্জিনে ডা: কাকলি ঘোষ দস্তিদার সাংসদ হিসাবে পর পর ৩ বার নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালে অর্থাৎ

এবার মোট ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ জন ভোটদাতা আছেন এই কেন্দ্রে, বলে জানা যায়। এবার লড়াই কঠিন বলে অনেকেই অনুভব করছেন। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বেশ কয়েকজন আর্থিক কেলেঙ্কারি বা চাকরি দেওয়ার নাম করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জেলবন্দি। অপরদিকে, ২০১৯ সালে মোদী ঝড় পরিমাপে বেশ খামতি বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে এই বারাসত কেন্দ্রে। তাই সবার নজর রয়েছে ভোটদানের দিকে। প্রচারে মানুষ এখন আর তেমন সাড়া দেয় না। মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে এই লোকসভা কেন্দ্রে। কান পাতলেই নানা সমালোচনার ঝড় চায়ের দোকানগুলিতে। রাস্তাঘাটে জটলা মানেই দলগত সমালোচনা। দিদির লোকজন দুর্নীতিগ্রস্থ হলেও, মহিলাদের বেশ একটা অংস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিদুর্বল। তবে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রভাব পড়াটাও অস্বাভাবিক নয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল। উল্লেখ্য, এবারে এই কেন্দ্রে তৃণমূলপ্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, আইএসএফ প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসত লোকসভার অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতে আইএসএফের সদস্য আছে। অন্তত, এক শতাংশ ভোট টেনে নেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

গতবার মৃণালকান্তি দেবনাথের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে এলাকায় কোনো কর্মকাণ্ড না থাকলেও তৃণমূলকে জিততে ব্যাপক বেগ পেতে হয়েছিল। এবারে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখনো কাকলি ঘোষদস্তিদার নিরসন করতে পারেননি। অন্যদিকে, বিজেপির জয়লাভের মরিয়া মনোভাব নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মধ্যে একটা প্রভাব ফেলেছে। সব মিলিয়ে এবার এই কেন্দ্রে হায়ো পরিবর্তন হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকমহল।

দেশ দেশান্তরে

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিরোধীদের জয়

সুমন্ত ভৌমিক

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দল দেশটির সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। হেরে গেছে বর্তমান ক্ষমতাশীন দল পিপলস পাওয়ার পার্টি। বিপরীতে ছোট কয়েকটি দলের সঙ্গে মিলে

প্রধান বিরোধী দল দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টি পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৯২টি আসন জিতে নিয়েছে। জয়ের পর লি জে–মিয়াং বলেছেন, এই জয় শুধু ডেমোক্রেটিক পার্টির জয় নয়, এটা মানুষের জয়। উভয় পক্ষের রাজনীতিকদের এখন চলমান অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য কাজ করতে হবে। মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে ডেমোক্রেটিক পার্টি সমাধান বের করার কাজে নেতৃত্ব দেবে। তিনি আরো বলেন, চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় দুই পক্ষের রাজনীতিবিদদেরই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নামতে হবে।

২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউনের কাছে সামান্য ভোটে হেরে গিয়েছিলেন লি। তিনিই এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইউন একাধিক বিষয় নিয়ে চাপের মধ্যে আছেন। এর মধ্যে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসকদের চলমান ধর্মঘট অন্যতম। নির্বাচনে পরাজয়ের পর ইউলের মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হান ডা–সু ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা হ্যান ডন–হুং পদত্যাগ করেছেন।

মসজিদের বাইরে গোলাগুলি, আহত ৩

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় ঈদুল ফিতরের আয়োজন চলাকালে মসজিদের বাইরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে গোলাগুলিতে তিনজন আহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরসহ পাঁচ সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার স্থানীয় সময় বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সময় সেখানে হাজারখানেক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ক্লারা মোহাম্মদ মসজিদ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অনেকে এ সময় দৌড়ে পার্কের কাছের তাঁবুতে আশ্রয় নেন। কেউ কেউ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ও শিশুদের মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেন। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ কমিশনার কেভিন বেথেল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আরও বেশি মানুষ গুলিবিদ্ধ হননি এবং কেউ মারা যাননি। এখানে জড়ো হওয়া ৯৯ শতাংশ মানুষই ভালো, যারা একটি ভালো সময় কাটাতে চেয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন থমাস অ্যালেন বলেন, ফিলাডেলফিয়ায় যত বছর ধরে আমি বসবাস করছি, তার মধ্যে বিশেষ করে মসজিদে কখনো এমন ঘটনা দেখিনি। যত অপরাধই ফিলাডেলফিয়ায় হোক, তা সব সময় মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

পাঠকের কলমে

'পারকিনসন' রোগীদের পরিচয়পত্র দেওয়া হোক

গত ১১ এপ্রিল, পালিত হল 'বিশ্ব পারকিনসন দিবস'। পারকিনসন এমন এক অসুখ যে অসুখে ব্যক্তির হাঁটা চলার শক্তি থাকে না, আঙ্গুল–হাত–পা কাঁপে, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়, ঘুমে সমস্যা দেখা দেয় ইত্যাদি। মূলত ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের এই অসুখ হলেও, যে কোনও মানুষের এই অসুখ দেখা দিতে পারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অসুখ পুরুষদের বেশি দেখা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর ১০ মিলিয়ন মানুষ এই অসুখে আক্রান্ত। ১৮১৭ সালে ডাঃ জেমস পারকিনসন প্রথম তাঁর গবেষণায় 'পারকিনসন' অসুখটি চিহ্নিত করেন এবং অসুখটিকে তিনি 'কাঁপানো পালসি' বলে অভিমত প্রকাশ করেন।১৯৯৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাঃ জেমস পারকিনসনের জন্মদিন ১১ এপ্রিলকে 'বিশ্ব পারকিনসন দিবস' ঘোষণা করে। প্রথমদিকে ইউরোপের দেশ গুলো দিনটি পালন করলেও এখন অনেক দেশই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে। দিনটির মূল উদ্দেশ্য পারকিনসন রুগীদের পাশে থাকা, তাদের সাহায্য করা ও সচেতনতা বাড়ানো। সেই সঙ্গে এই অসুখে আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকা, তাদের উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ও কর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা বাড়ানো। শারীরিক থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ও স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির মাধ্যমে এই চিকিৎসা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে ওষুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসুন

আমরা সবাই দিনটির গুরুত্ব বুঝে 'পারকিনসন' রোগীদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আমাদের আবেদন 'পারকিনসন' আক্রান্ত রোগীদের পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। যে পরিচয়পত্রে এই ধরণের রোগীরা বাসে,ট্রামে, ট্রেনে ছাড়, কর্মক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ, ব্যাংক–ডাকঘরের কাছে সহমর্মী ও বিভিন্ন পাবলিকক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় পেতে পারে।

দীপঙ্কর মান্না , আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সুন্দরবনের শুরু হল মধু সংগ্রহের কাজ, বাড়ানো হল মধুর দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: দক্ষিণরায় ও বনবিবির মন্দিরে পূজো দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে নামলেন মৌউলেরা। তবে মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি বাড়ছে মধুর দাম। যার ফলে খুশি মধু সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকা মৌউলেরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তর ও ব্যাঘ্র প্রকল্প মিলিতভাবে মধু সংগ্রহের কাজ করে থাকে। তবে আলাদা আলাদাভাবে অনুমতি পত্র জমা নিয়ে তবেই জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বনদপ্তরের তরফ থেকে। আগামী এপ্রিলের ৫ তারিখ থেকে শুরু হবে ব্যাঘ্র প্রকল্পে মধু সংগ্রহের কাজ। অন্যদিকে বুধবার থেকে সুন্দরবনের বনদপ্তরের অধীনে থাকা জঙ্গলগুলিতে মধু সংগ্রহের কাজ শুরু করলো মৌউলের। বনদপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত মধু সংগ্রহকারীদের কে দেওয়া হয়েছে অনুমতি পত্র। ব্যাঘ্র প্রকল্প বনদপ্তরের মিলিয়ে এবছর প্রায় ১৫০ নৌকাকে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি পত্র দেওয়া হবে। বনদপ্তরের তরফ থেকেই ইতিমধ্যেই ৯১ টি দলকে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছে। ৯১ টি দলে মোট সদস্য রয়েছেন ৪৩০জন। পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে মধুর সরকারি দামও। গত বছর ২৬৫ টাকা থাকলেও চলতি বছর কেজি প্রতি ৩০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ১০ মেট্রিক টন মধুর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে বনদপ্তর এলাকাতে। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কেউ বাঘের আক্রমণে নিহত হলে দু লক্ষ টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এমনটাই জানানো হয়েছে বনদপ্তর এর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন দপ্তরের তরফ থেকে।

এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন আধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, সব মিলিয়ে গত বছর ১৭ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ করা হয়েছিল। এ বছরও ১০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলেও তা যথেষ্ট বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। মধুচুরি রুখতে এবং ডাকাতদের হাত থেকে মৌউলেদের রক্ষা করতে অতিরিক্ত বনদপ্তরের কর্মীদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকা গুলিতে।

ব্যাঘ্র প্রকল্পে আগামী সপ্তাহে শুরু হবে এই কাজ। দুটি ধাপে দেওয়া হবে মধু সংগ্রহের অনুমতি পত্র। সজনেখালি এবং বাগনা রেঞ্জ অফিস থেকে এই অনুমতিপত্র পাবেন মধু সংগ্রহকারীরা। বনদপ্তর এবং ব্যাঘ্র প্রকল্প সকলেই মধুর দাম বাড়ানোয় খুশি সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীরা, মধু সংগ্রহকারী শিবু মন্ডল, সনাতন জোরদার,সুবল সরদার'রা বলেন, মধু সংগ্রহ করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই দাম বাড়ায় যথেষ্টই খুশি আমরা। আশা করা হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা অধিক মধু সংগ্রহ করতে পারব।

মধু সংগ্রহ করার পর প্রতিটি নৌকাকে বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে আসতে হয়। সেখানে মধু ওজন করে তাদেরকে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে সরকারিভাবে আগে মোম কেনার ব্যবস্থা থাকলেও এখন মোম কেনা হয় না।বনদপ্তরের তরফ থেকে অনুমতি পত্র দেওয়ার সাথে সাথেই দেওয়া হচ্ছে মুখোশ, স্যানিটাইজার, গ্লাভস ও অন্যান্য সরঞ্জাম।

উল্লেখ্য গত ২০২১ সালে ৩৫০০ কেজি মধু মিলেছিল,২০২২ এ মিলেছিল ১২ মেট্রিক টন,২০২৩ এ মিলেছিল ১৭ মেট্রিকটন।এছাড়াও মৌউলেদের সংগ্রহ করা মধু নির্দিষ্ট দামে কিনে নেবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফরেষ্ট কর্পোরেশন। সেই মধু সংশোধন করে প্যাকেজিং হবে। পরে তা 'মৌবন' নামে খোলা বাজারে বিক্রি করবে।

জনগণ কি চায়?

প্রথম পাতার পর

কর্মীবৃন্দ, বেসরকারি কর্মচারী, এমনকী অশিক্ষিত লোকজন ও বোঝেন যে কেন্দ্রের ভোট মানেই এর সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এ রাজ্যের সঙ্গে প্রতিবেশি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা সবচেয়ে দীর্ঘ, যা প্রায় ২,২১৭ কিলোমিটার। এর অনেকটা অংশই অসুরক্ষিত। ফলে, কেবলমাত্র গরুপাচার, ওষুধ পাচার ও অন্যান্য সামগ্রী পাচার বন্ধ করলেই চলবে না। এ রাজ্যের মানুষের প্রধান চিন্তা ও উদ্বেগ হল বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটলে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকে। জনগণ চায় সর্বপ্রকার বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক। দ্বিতীয়ত যেভাবে গরিব মানুষের টাকা ও জমি হয় জোর করে, না হয় ভয় দেখিয়ে অথবা প্রতারণা করে নেওয়া হয়েছে; যেভাবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুষের বিনিময়ে চাকুরি বিক্রি করা হয়েছে, সেই সমস্ত চাকুরি বাতিল করে অযোগ্যদের থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে এ রাজ্যের সাংসদদের এক যোগে সরব হতে হবে। তৃতীয়ত, এরাজ্যে 'জিরো টলারেন্স টু কোরাপশান' নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন (২০১৮) এ রাজ্যে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তার জন্য সাংসদদের বেশি করে সক্রিয় হতে হবে। চতুর্থত, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থস্থানে থাকলেও এর আরো উন্নতি প্রয়োজন। গ্লোবার ফায়ারপাওয়ার (২০২৩) এর সাম্প্রতিক তম প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ভারতের যেখানে মোট এয়ারক্রাফ্ট রয়েছে মাত্র ২২১০টি, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট এয়ারক্রাফ্টের সংখ্যা ১৩,৩০০টি (প্রথম স্থান), রাশিয়ার রয়েছে ৪১৮২টি (দ্বিতীয় স্থান), আর চায়নার রয়েছে ৩১৬৬টি (তৃতীয়স্থান)। ফলে আমাদের রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরে কমপক্ষে একটি বিমান তৈরির কারখানা তৈরি করে সেখানে বাণিজ্যিক ও যাত্রীবাহী বিমান প্রস্তুত করতে হবে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৌবহর রয়েছে ৪৮৫টি (তৃতীয় স্থান), রাশিয়াতেও রয়েছে ৫৯৮টি (দ্বিতীয় স্থান), আমাদের সমসাময়িক চায়নাতে রয়েছে ৭৩০টি নৌবহর (প্রথম স্থান), আর আমাদের দেশের নৌবহরের সংখ্যা মাত্র ২৯৫টি। ফলে এরাজ্যের নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছে জনগণ চায় বঙ্গোপসাগর এলাকায় নৌবহর নির্মাণ ও নৌবাণিজ্য ও সমুদ্র বাণিজ্যের উন্নয়ন। বর্তমানে বিশ্বের ৪৬ শতাংশ বাণিজ্য ইন্দো–প্যাসিফিক অঞ্চল দিয়ে হয় এবং ভারতের ৫০ শতাংশ বাণিজ্য হয় সমুদ্রপথে। ফলে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নে আরো নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো একটি রাজনৈতিকদল বা তাদের কোনো প্রার্থী এসব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলছেন না। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে কমপক্ষে পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রয়োজন। তা কেবলমাত্র আমেরিকা বা চীনে কিম্বা ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যের মাল পরিবহণের জন্য নয়, এ রাজ্যের মানুষকে যাতে অন্য রাজ্যের ভায়া হয়ে আমেরিকা বা ইউরোপে না যেতে হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান সম্ভব হয়, সেই জন্যই এ রাজ্যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রয়োজন। এ রাজ্যে হাইওয়েগুলি সব ছয় লেনের হতে হবে এবং জেলার রাস্তাগুলি চার লেনের করা প্রয়োজন। আমেরিকা, রাশিয়া, চায়নার তুলনায় আমাদের দেশের রেলপথ কম। ফলে এ রাজ্যের সমস্ত শহরগুলিকে রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। ভারতের ব্রাহ্মোস, অগ্নি, পৃথ্বি, আকাশ, নাগ, কালি ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি চায়নার ডংফেংয়ের মতো শক্তিশালী নয়, চায়নার এই প্রাণঘাতী মিশাইল আমেরিকাতে আঘাত হানতে সক্ষম। পরমাণু অস্ত্র তৈরি, প্রতিরক্ষা সামগ্রী নির্মাণ ও মিশাইল তৈরির জন্য দেশি বিদেশি শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের এরাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। যদিও ভারতবর্ষের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক; কিন্তু মাথাপিছু আয় অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন প্রতি আয় যেখানে ৮৩.০৬ হাজার ডলার, যেখানে চায়নার মাথা পিছু গত আয় ১৩.১৬ হাজার ডলার, সেখানে ভারতীয়দের মাথা পিছু আয় মাত্র ২.৮৫হাজার ডলার। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের বহুমানুষকে দিয়ে ১০০ দিন মাটি কাটিয়ে দৈনিক ২৫৫ টাকা করে মজুরি দিয়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক ১০০০–১২০০ টাকা দিয়ে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ানো যাবে না। অতএব প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষা, উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের আদর্শ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি। ১৯৬০ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের বিধ্বংসী রাজনীতি যেখানে সব ভয়ংকর শ্লোগান ব্যবহার করা হত যেমন 'চলছে না, চলবে না', 'মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও' ও চাক্কা জ্যামের রাজনীতি বৃটিশ ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলকে ধ্বংস করে রাজ্যটাকে দরিদ্র ও দুর্বল করে দিয়েছে। তারপর, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার আগেই টাটা কোম্পানিকে তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী (বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী) সিঙ্গুর থেকে বিতাড়ন করে। অন্যদিকে, আবার নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিশ্রুতি দেন যে রাজ্যের বন্ধ হওয়া ৫৬,০০০ কলকারখানাকে খোলা হবে। হায় রে প্রতিশ্রুতি! টাটাবাবুদের 'টাটা বাই বাই' করে এ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি আবার 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' করছেন? টাটা কোম্পানি আমাদের রাজ্যে তাড়া খেয়ে গুজরাতে গিয়ে ন্যানো গাড়ির কারখানা খুলল বটে, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের কী হল? টাটার সঙ্গে ১০০টা মতো অনুসারী শিল্পের এরাজ্যে আসার কথা ছিল। তারাও এ রাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল চিরতরে। এসব করে একজন খ্যাতি লাভ করে ক্ষমতার শীর্ষে কিছুকাল বসেন বটে; কিন্তু সেখানে রাজ্যের সাধারণ মানুষের লাভের লাভ কিছুই হয় না। সুতরাং এখন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষজন চায় স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন, কৃষকরা চায় উন্নত সার, বীজ, ট্র্যাক্টর ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে বেশি ফলন ও শস্যের দাম। ছাত্র–যুবকসহ সাধারণ মানুষ চায় চাকরি ও ডিসেন্ট কাজের সুযোগ, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার। নেতাদের স্বার্থে সাধারণ মানুষের জীবন বলি হোক তা তাদের পরিবার বা অন্যরা চায় না। মিথ্যা ভাষণ, অপপ্রচার, বিকৃত ও ভুল তথ্য পরিবেশন করে মানষকে বোকা বানানোর চেষ্টা মানুষ পছন্দ করে না। ফলে এরাজ্যের ভাবী সাংসদদের কাছে সাধারণ মানুষের আবেদন– তাদের জীবন ও পরিবারের নিরাপত্তা বিধান, বিদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, শক্ত বিদেশি নীতির প্রনয়ন করা, সীমান্ত সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা, ১০০ভাগ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা, মানুষের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা ও মর্যাদার সঙ্গে পরিবার নিয়ে বসবাস করা। সমগ্র দেশের সঙ্গে এরাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন জনগণের চাহিদা। সর্বোপরি, এ রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ চায় ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত দেশে পরিণত হোক, দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় আগামী ২০ বছরে কমপক্ষে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। আর তার সঙ্গে আমাদের রাজ্য হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেয়ে একটি গৌরবশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হোক।

প্রথম দফার সব

প্রথম পাতার পর

আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে বা ভোটকেন্দ্রে গন্ডগোল হলে কীভাবে তা মোকাবিলা করা হবে তার বিস্তারিত তথ্য তিনি জানতে চান। সূত্রের খবর বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নতুন করে তিনি সমস্ত তথ্য চেয়ে পাঠান এবং জেলার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে পাঠাতে বলেন।

তিনি বুঝিয়ে দেন এবারের ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে হবে। ভোট গ্রহণের পর স্ট্রংরুম কোথায় হবে এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী হবে সে ব্যাপারেও কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে মাঝেমধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গত ৬ এবং ১৯ মার্চ বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিকের উপরে হামলার ঘটনা ঘটে। গত ১ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়তেও গন্ডগোলের ঘটনা ঘটে।

এখন দেখার নির্বাচনের দিন কতটা শান্ত থাকে উত্তরবঙ্গ বা বলা ভালো নির্বাচন কমিশন কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে পারে।

ইতিমধ্যে পোর্টালে

প্রথম পাতার পর

সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'ঠাকুরবাড়িতে কোনও অশান্তি বলে কিছু নেই। কারণ বড়মা বীণাপানি দেবী এবং প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের ঘর মমতাবালা ঠাকুর তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। এটা তো তিনি পারেন না। এই ঘর সাধারণ ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত রাখাই তো শ্রেয়।

বড়মা এবং পিআর ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এই ঘর ভক্তরা দর্শন করার জন্য এসেছেন। ভক্তদের সেই দাবিকে সম্মান জানিয়ে শান্তনু ঠাকুর সেটি খুলে দেন। বিষয়টা এটাই। ভক্তদের জন্য তার বাবা ঠাকুর্দার ঘর তিনি খুলে দেন।' এর পাশাপাশি নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিএএ লাগু হওয়ার পর পোর্টাল চালু হয়েছে। তবে আমাদের কাছে খবর আসছে।

বহু মানুষ ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন এবং বহু মানুষ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমাদের কাছে আসছেন, এটা বলতে পারি।'

চিকিৎসকের অভাবে ভর্তি বন্ধ

প্রথম পাতার পর

কয়েক বছর আগেও ইন্ডোর পরিষেবা ভালো ভাবেই চালু ছিল। এখন শুধু আউটডোর পরিষেবা টুকু চালু আছে।এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর বারুইপুর ব্লকের নবগ্রাম, ধপধপি ১, ধপধপি ২, শংকরপুর ১, শংকরপুর ২ এবং জয়নগর ১ নং ব্লকের নারায়নীতলা,খাকুড়দহ, জাঙ্গালিয়া ও ধোসা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আউট ডোর পরিষেবায় একজন মাত্র চিকিৎসক থাকেন। রোগীদের এত ভিড় হয় নাস্তানুবুদ অবস্থা। অল্প কিছু হলেই আমাদের ১২ কিলো মিটার দূরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটতে হয়।এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য পার্থসারথী দাস বলেন, তিন বছর ধরে ইন্ডোর পরিষেবা বন্ধ আছে। আগে দুই জন চিকিৎসক, ৬ জন নার্স দিয়ে এই পরিষেবা চলতো। মহিলা ওয়ার্ডে ৫টি বেড ও পুরুষ ওয়ার্ডে ৫টি বেড আছে। এই ইন্ডোর পরিষেবা চালু হলে অনেক মানুষের উপকার হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সুত্রে খবর, আউটডোরে একজন নার্স,একজন ফার্মাসিস্ট, একটা সুইপার রয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে ৩ জন মহিলা রয়েছেন। অভিযোগ, আড়াই বছর ধরে তাঁদের বেতন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বাসিন্দারা বলেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডোর পরিষেবা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরবে তার উত্তর নেই কারো কাছে।

সরকারি চিকিৎসালয় সমাজবিরোধীদের দখলে

প্রথম পাতার পর

বিনিময়ে চিকিৎসা করাতে পারতেন আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা। ভালোই চলছিল এই চিকিৎসালয়টি । তৎকালীন ডাক্তারবাবু অবসর নেওয়ার পর নতুন করে কোনও ডাক্তার পাঠানো হয়নি এখানে। দীর্ঘ দিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থাতেই পরে রয়েছে এই সরকারি চিকিৎসালয়টি ।আর তারই সুযোগ নিয়ে এই বাড়িতে ক্রমশ আস্তানা তৈরিকরেছে সমাজ বিরোধীরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,এই জায়গায় অটো স্ট্যান্ড তৈরি হওয়ায় ও সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা হওয়ায় আমরা অতিষ্ট। আমরা চাই দ্রুত এই চিকিৎসালয়টি আবার চালু করা হোক। এই চিকিৎসালয়টিতে শুধু আমরা স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়,অনেক দূর থেকেও রোগীরাও আসতেন চিকিৎসা করাতে। আর এ ব্যাপারে তৃনমূল পরিচালিত অটো ইউনিয়নের সম্পাদক মান্নান সরদার বলেন, ওখানে আমাদের কিছু অটো চালক অটো রাখে। তবে এটা পাকাপাকি কোনো অটো স্ট্যান্ড নয়।

রাস্তার ওপর অটো গুলি থাকলে যানজট তৈরি হয়, সেই কারণে ওখানে রাখা হয়। আর আমরা সরকারি জায়গা দখল করে ওখানে কোনো অটো স্ট্যান্ড তৈরি করি নি।তবে ওখানে রাতের বেলায় কাদের আড্ডা বসে সেটা আমার জানা নেই। ওটা প্রশাসনের ব্যাপার।তবে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনো উওর পাওয়া না গেলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

সেঞ্চুরী পার ২৬ জন বৃদ্ধ–বৃদ্ধা ভোট দেবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক।বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছেন ১০০ বছর বয়সের অধিক ২৬ জন বৃদ্ধা–বৃদ্ধা। ১৭ জন বৃদ্ধা এবং ৯ জন বৃদ্ধ। এরা হলেন অনন্ত বিশ্বাস(১০১),হরিদাসী সরদার(১০২),ভাদ্দুরী জোতদার (১০১),অমলা রাউৎ (১০১),বেহুলা সরদার (১০৩),বীরবল সরদার (১০৩), কোরবান লস্কর (১০১),ভগবতী মন্ডল (১০২), নাজিম উদ্দিন কাজী(১০১), রজবালা মাইতি(১০১),অবুন বিশ্বাস(১০১), হাফেজা সেখ(১০১), মারিয়াম মোল্লা (১০৪) ,আজিজুল সেখ(১০১) ,জবেদা গাজী (১০১), ছুন্নত লস্কর (১০২,মেহেরজান সরকার (১০৯) জেহেনেরা লস্কর(১০৩), তারামণি লস্কর(১০৪), পিয়ারজান লস্কর(১০৩),সিন্ধু মন্ডল(১০৪), অনিমা গায়েন ১০১) আবেদ গায়েন ১০৪), বঙ্কিমবিহারী মিশ্র(১০২), হাজারী সরদার(১১৪) সুমতি হালদার(১০১)। বিগত দিনের মতো এবারও ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনে ১ জুন এরা হচ্ছেন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন।সেঞ্চুরী হাঁকানো বৃদ্ধ–বৃদ্ধা'রা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন, এমনটাই জানিয়েছেন বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার।

সিএএ নিয়ে উচ্ছ্বসিত মতুয়ারা

অভীক মিত্র, সিউড়ি : ১১ মার্চ সন্ধ্যায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা খবরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সিউড়ি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন উচ্ছ্বসিত । ১২ মার্চ সকালে সিউড়ি হাটজনবাজার কলোনির মতুয়াদের মন্দিরের সামনে কাঁসর ঘন্টা,ঢোল সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উৎসবের মেজাজে মেতে উঠে মানুষজন । মতুয়া মহাসঙ্ঘ জেলা সভাপতি সুশীল গোঁসাই বলেন, সিএএ চালু হওয়ায় আমরা খুব খুশি । মোদী সরকার অনুন্নত শ্রেণীর কথা ভাবে । মোদী সরকার রেশনে বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছে এতে আমাদের খুব উপকার হচ্ছে । সদস্য দুলাল রায় বলেন, ১৯৭৩ বা ১৯৭৪ সালে পাসপোর্ট করতে গিয়েছিলাম তখন কিভাবে ভারতে এসেছি কাগজ দেখতে চেয়েছিল কিন্তু কাগজ দেখাতে না পারায় পাসপোর্ট পাই নি । এখন আমরা বলতে পারবো আমরা ভারতের নাগরিক । সিএএ চালু হওয়ায় আমরা খুব খুশি ।

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে সচেতনতার বার্তা বাউল শিল্পী স্বপন দত্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দামামা বেজে গিয়েছে ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের। আগামী ১ জুন সপ্তম দফায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর এই নির্বাচনে ভোট দানে যাতে ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ভোট নিজেই দিতে পারেন তারই সচেতনতা বার্তা নিয়ে শনিবার সকাল থেকেই সুন্দরবনের গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের চুনাখালি এবং শম্ভুনগর জেটিঘাট সহ বিভিন্ন নদী পথে বাউল গানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দিলেন বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রটি ৭ টি বিধানসভা নিয়ে গঠিত। আর এই ৭ টি বিধানসভার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গোসাবা বিধানসভা।গোসাবা বিধানসভার ১৯ টি অঞ্চল নদী পথের উপর নির্ভরশীল। ফলে জল পথের উপর যাতায়াতে নৌকা তাঁদের একমাত্র ভরসা।এদিন বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত তাঁর গানের ডালি নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন পথ চলতি এবং নদী পথের নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। শিল্পী বলেন, 'আমি পূর্ব বর্ধমান থেকে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের গোসাবা বিধানসভার চুনাখালি, শম্ভুনগর,বাসন্তী,মাতলা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছি শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে। এছাড়াও ২০২৪ এ লোকসভা ভোটের সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে জেলায় জেলায় ঘুরছি এবং ভোটারদের সাড়াও পাচ্ছি।সপ্তম দফায় ১ জুন এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। তাই ভোটাররা যাতে সকাল সকাল তাদের ভোট কেন্দ্র গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ভোট নিজেই দেয় সে বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে বাউল গানের মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন জল ও স্থল পথে।'

ভোট প্রচারে প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সম্মূখসমরে লোকসভা নির্বাচন।প্রার্থীদের ঘুম উবে গিয়েছে। প্রতিদিনই প্রচারে ব্যস্ত।বিশ্রাম নেই!জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল রৌদ্রের প্রখর তাপমাত্রা উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার বেরিয়ে পড়লেন ভোট প্রচারে।সাথে ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক

পরেশরাম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সকালে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বেলেখালি,সাতমুখী,জয়রামখালি এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।রীতিমতো গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে করজোড়ে ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী। প্রার্থীকে দেখে উচ্ছাসিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা।

কর্মীসুচি শেষে প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল জানিয়েছেন, 'ক্যানিং পশ্চিমের মানুষ উন্নয়ণে বিশ্বাসী।যার ফলে বিগত দিনে তাঁরা স্বতঃস্ফুর্থ ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে ছিলেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।' ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'সাধারণ মানুষ বিজেপি কে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চাইছেন। আর সহ্য করতে পারছেন না অত্যাচারের মাত্রা। ফলে সাধারণ মানুষ অত্যাচার সহ্য করতে করতে দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তারা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে বিশ্বাসী।আর সেই জন্যই তৃণমূলের বাইক র্যালি,জনসভা কিংবা যেকোন কর্মসূচিতেই তারা কাতারে কাতারে ভীড় জমাচ্ছেন। ফলে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভরাডুবি নিশ্চিত,শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।'

বিক্ষোভের মুখে পিয়া ও শতাব্দী

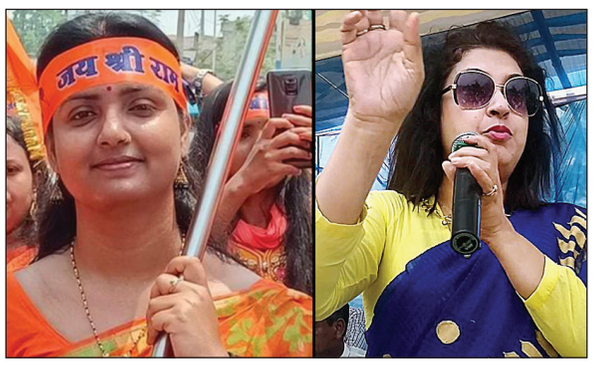

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫এপ্রিল মহম্মদবাজার ব্লকের রাসপুর গ্রামে প্রচারে যান তিনবারের সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় । সেইসময় তাঁকে গ্রামের মহিলারা পানীয়জলের সমস্যার কথা জানায় । পাইপ লাইনের মাধ্যমে যাতে জল পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে বলে তুলে সরব হয় তারা । গ্রামের একাধিক রাস্তার বেহাল দশা । তৃণমূলের নেতা সমীর লোহার আবার শতাব্দীকে রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানায় । শতাব্দী অবশ্য বলেন যে রাস্তা তৈরি হয়েছে সেটা দেখাতে হবে । মহিলারা বলে পাণীয় জলের সমস্যা রয়েছে । প্রচারে গেলেই শতাব্দীকে শুনতে হচ্ছে নানা সমস্যার কথা । রাস্তার দাবিতে ৩১ মার্চ নলহাটি ২নং ব্লকের নোয়াপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের গোকুলপুর গ্রামে শতাব্দী রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল গ্রাম

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 24, 13 April - 19 April, 2024

মহানগরে

জোকা আজ কী অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর অন্ধকারাচ্ছন্ন জোকা–১ ও জোকা–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়াকে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সদ্য কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে মহানাগরিকের নেতৃত্বে কেইআইআইপি'র তত্ত্বাবধানে দু'টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও সাতটি ওভার হেড ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যা উদ্বোধনের অপেক্ষায়। এতে ১৪২, ১৪৩, ১১৪, ১২২ ও ১২৪ এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে ২৪ ঘণ্টা পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যাবে। ১৪২ – ১৪৪ – এ ভূগর্ভস্থ পয়:প্রণালী ও নিকাশি ব্যবস্থাপনা ছিল না। এতদিন কাঁচা নিকাশি নালা দিয়ে নিকাশি খাল গুলির মধ্যে দিয়ে শুখা ও বর্ষার মরশুমের জলের নিকাশি হত। এখন বর্তমান মহানাগরিকের নেতৃত্বে এই তিন ওয়ার্ডে আধুনিক ভূগর্ভস্থ নিকাশির ডিপিআর তৈরি হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে সে কাজ শুরুর প্রবল সম্ভাবনা আছে। জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে। নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহের নেতৃত্বে নিকাশি দপ্তরের আধিকারিকরা জায়গা পরিদর্শন করেছেন। জোকার আজকের বিভিন্ন রাস্তার আধুনিকীকরণ ও তার আলোকায়নে কাজ হয়েছে। একাধিক উচ্চ বাতির স্তম্ভ বসানো হয়েছে। তবে 'সার্কুলার থার্টিসিক্সে'র জন্য ছোটো–ছোটো ঢালাই রাস্তা তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। তাই এই সার্কুলারের সরলীকরণ প্রয়োজন, অন্তত জোকার ক্ষেত্রে।

কলকাতার জলাশয়ের সমীক্ষা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরবাসী এই গ্রীষ্মে জেনে যারপরনাই খুশি হবেন যে, কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে আজও ছোটোবড়ো মিলিয়ে জলাশয় রয়েছে ৮,১৫৬টি। কলকাতার পুরনো দিনের স্থায়ী বাসিন্দারা এতদিন জানতেন কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার জলাশয় আছে। কিন্তু এটার ওপর সিদ্ধান্ত না নিয়ে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ কলকাতাস্থিত জলাশয়ের একটি সঠিক সংখ্যা জানতে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জলসম্পদ বিভাগ ও রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর এবং আরও একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কলকাতা

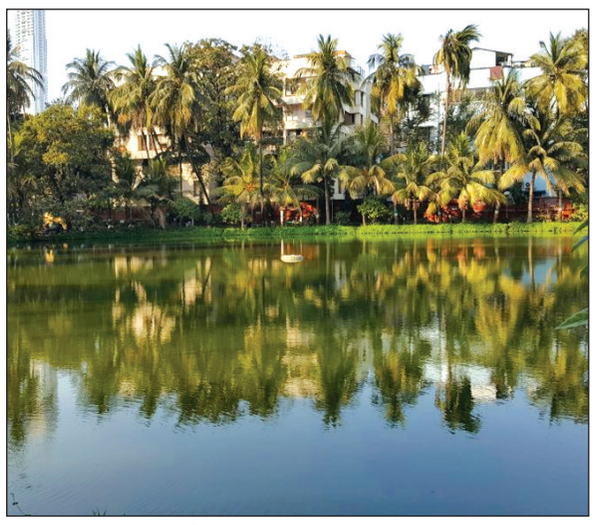

পৌর এলাকায় পুকুর সমীক্ষার কাজ হয়েছে। সেই রিপোর্ট কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ উন্নয়ন দপ্তরে জমা পড়ে। তাতেই কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার লক্ষ্য করেন কলকাতায় মোট জলাশয় রয়েছে ৮,১৫৬টি। আপাতত এই জলাশয় গুলির সমস্ত ঠিকানা কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরে জমা করা হয়েছে। এতে প্রতিটি জলাশয়কে একটি অ্যাসেসি নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। যাতে আগামী দিনে কেউ সেগুলি বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করতে না পারে। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, কলকাতাস্থিত সমস্ত জলাশয় এখন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা জলাশয় সংরক্ষণ করে দেবে। স্থানীয় বেনিফিসিয়ারি কমিটিকে মাছ চাষ করার দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে সজাগ সচেতন হতে হবে।

লোকসভার সদস্যদের কাজের খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : দেশে আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন। তা এবার দেখে নেওয়া যাক সপ্তদশ লোকসভার সদস্যদের কর্মদক্ষতা কেমন ছিল। সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে সর্বমোট ২৪০টি বিল উত্থাপন করা হয়। তার মধ্যে ২২২টি পাস হয়। ১১টি তুলে নেওয়া হয়। ৬টি বিল পেন্ডিং রয়েছে। ১টি বিলে সম্মতি জানায়। সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে ৫৫৯ সাংসদ ১৬৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সপ্তদশ লোকসভায় ছত্তিসগড় রাজ্য থেকে আসা ১১ জন সাংসদ এবং গুজরাত রাজ্য থেকে আসা ২৬ জন সাংসদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি ছিল। তাঁরা সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনের ২৭৩ দিনের মধ্যে ২১৬ দিন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের রাজ্যের ৪৩ জন সাংসদ ২৭৩ দিনের মধ্যে ১৬২ দিন উপস্থিত ছিলেন। তবে অধিবেশন গুলিতে ২১৬–২৭৩ জন সাংসদ নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। সপ্তদশ লোকসভায় মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে আসা ৪৯ জন সাংসদ সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাদের প্রতি সাংসদ গড়ে সর্বমোট ৩১৫টি প্রশ্ন লোকসভা অধিবেশনে করেন। সপ্তদশ লোকসভায় মণিপুর রাজ্যের দুই সাংসদ সবচেয়ে কম গড়ে মাত্র ২৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আর আমাদের রাজ্যের ৪৩ জন সাংসদ সপ্তদশ লোকসভায় সাংসদ প্রতি গড়ে ১১৪টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যদিও বিহার রাজ্যের সাংসদরা লোকসভায় প্রশ্ন করার বিচার আমাদের রাজ্যের সাংসদের থেকে এগিয়ে আছে।

রাজনৈতিক দল গুলির টিডিপি দলের তিন সাংসদ অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি সময় (২২৯) উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি দলের সাংসদরা ১৯১। টিএমসি দলের সাংসদরা ১৩৮ সময় উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস দলের ২৪ জন সাংসদ ৫ বছরে গড়ে ৯৪টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিজেপি দলের ৩০৬ জন সাংসদ ৫ বছরে গড়ে ১৪৯ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আর এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার লোকসভা অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি সর্বমোট ৫৯৬ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেজন্য তিনি সপ্তদশ লোকসভার সেরা সাংসদ নির্বাচিত হন। লোকসভার

ভোটের হাওয়া

৫০৫ জন সাংসদ সপ্তদশ লোকসভায় সর্বমোট ৯২,২৭১টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে। মোট ৬,৬০২টি। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংসদরা প্রশ্ন করেছেন ৪,৬৪২টি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় ৩,৩৫৯টি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু নিয়ে প্রশ্ন করা ৩,২৬৩টি। জল শক্তি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ২,৮০৮টি। এবং টপ ১৫ ক্যাটেগরি'র মধ্যে সবচেয়ে কম প্রশ্ন করা হয় গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ে। পাঁচ বছরে মাত্র ২,৩৬৮টি।

তৃণমূল কংগ্রেস দলের দমদম কেন্দ্রের সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় তৃণমূলী সাংসদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। লোকসভায় তাঁর উপস্থিতি ৮২.৪ শতাংশ। তিনি মোট ৩৯৯টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের লোকসভার সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর লোকসভা অধিবেশনে উপস্থিতি ৮৯.৪ শতাংশ। তিনি পাঁচ বছরে মাত্র ৬৩টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন রচনা করা, সংবিধান সংশোধন করা, করের হার নির্দিষ্ট করা এরকম নানান কাজ করে থাকে। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা লোকসভার প্রায় সকল সদস্য নির্বাচিত হন। কেবল দু'জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করতে পারেন। সংবিধানে বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৫২ জন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে মোট ৫৪৫ জন সদস্য নিয়ে লোকসভা গঠিত। দেশের ২৮টি অঙ্গরাজ্য থেকে সাধারণ মানুষের নির্বাচনে নির্বাচিত হন ৫৩০ জন, ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৬ জন, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল(দিল্লি) থেকে নির্বাচিত ৭জন এবং রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, লোকসভায় অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব নেই, তবে তিনি অ্যাংলো – ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অনধিক ২ জন সদস্যকে মনোনীত করে লোকসভায় পাঠাতে পারেন।

লোকসভার সদস্যপদে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। ওই ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্য–সরকারের অধীনে চাকরিরত থাকতে পারবেন না। লোকসভার সদস্যরা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। লোকসভার কোনও সদস্যসদস্যা যদি সভার অনুমতি ছাড়া সভার সকল অধিবেশনে টানা ৬০দিন অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। ওই জন্যই অভিনেতা–সাংসদ দীপক অধিকারী ও মিমি চক্রবর্তীরা মাঝেমধ্যে লোকসভার অধিবেশনে গিয়ে সহিসাবুদ করে আসতেন, সদস্যপদ বাঁচাতে। লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ বা স্পিকার।

বার্তা

ঈদ : আকাশের মুখ ভার থাকলেও,ঈদ উৎসবের আলোয় সেজেছে শহর, পৈলানের কাছে। **ছবি :** অভিজিৎ কর

খুদের ভ্রমণ : নীল পুজো উপলক্ষ্যে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে পরিবারের খুদে সদস্যটিও।

নীলপুজো : কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে জল ভরবার জন্য শিবভক্তদের উপচে পড়া ভিড়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষার দিশারী সারাঙ্গাবাদ যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

একটি জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি সেই দেশের নারী জাতির অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই ভাবধারার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে নারী শিক্ষার মাধ্যমে নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল নারীদের আত্মবিশ্বাসের সাথে পুনরায় জাগ্রত করা এবং সামগ্রিক পরাধীনতা থেকে তাদের মুক্তির মাধ্যমে সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। 'শিক্ষা' হল এমন একটি হাতিয়ার যা নারীদের এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। সমাজে নারী শিক্ষার আদর্শকে সামনে রেখে নিরলসভাবে শিক্ষাদানে ব্রতী রয়েছে যে বিদ্যালয়টি, সেই 'সারাঙ্গাবাদ যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়'এর গৌরবময় ইতিবৃত্ত রয়েছে এবারের আমাদের শিক্ষাঙ্গণের পাতায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে এলাকায় নারীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে মহেশতলা সারাঙ্গাবাদস্থিত শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা মজুমদারের সুদক্ষ পরিচালনায় বিদ্যালয়টির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় সারাঙ্গাবাদ যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয় প্রকৃত পাঠশালা হিসাবে সারাঙ্গাবাদ গ্রামের অধিকারী অনাথবন্ধু মিত্রের নিজগৃহে। ১৯১৪ সালের ১ এপ্রিল ১১ জন বালিকাকে নিয়ে অনাথ বন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাড়ির সদরের আট চালায় বসল যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা। ১মাসের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২৩। বছর শেষে যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালায় ছাত্রীসংখ্যা হয় ৩৪। যে সময় যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল সেই সময় পরাধীন ভারতে নারী শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারও যেমন আগ্রহী ছিল না তেমনই আগ্রহের যথেষ্ট অভাব ছিল দেশবাসীর মধ্যে। বিশেষতঃ গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে। সেই সময় বহু বিদ্যালয় এভাবে প্রতিষ্ঠা পেত, আবার অর্থাভাবে আগ্রহের অভাবে তা বিলুপ্তও হত। যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালার ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯১৪ সালে পথ চলা শুরু করে ১৯১৬–১৭ সালেই তা থেমে যায়। স্থানাভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি নানা কারণে, সারাঙ্গাবাদ নিবাসী অনাথ বন্ধু মিত্র মহাশয় নিজ ব্যয়ে যে বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনা করছিলেন তা আর তিনি চালাতে পারলেন না।

তবে সেদিনের ব্যর্থতার কথা তিনি ভোলেন নি। ইতিমধ্যে স্ত্রী শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে। প্রতিবেশী কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু সারাঙ্গাবাদ গ্রামটি এই বিষয়ে পিছিয়ে থাকবে এমনটা হতে পারে না। তাই ১৯৬০ সালে সারাঙ্গাবাদ বান্ধব পাঠাগারের পাশের রাস্তা মিত্র পরিবারের জমিতেই অনাথবন্ধু মিত্র মহাশয় নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করলেন। তিনি তাঁর প্রয়াত জননীর স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়ের নামকরণ করলেন সারাঙ্গাবাদ যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা বালিকা বিদ্যালয়। (যজ্ঞেশ্বরী দেবী ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র মহাশয়ের মা)। ১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালার দ্বিতীয় পর্যায়ের পথ চলা শুরু। বিদ্যালয় পরিচালনায় অনাথ বন্ধু মিত্র মহাশয়কে বিশেষ সহযোগিতা করেন পার্শ্ববর্তী বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা লাবণ্যপ্রভা মজুমদার ও তাঁর স্বামী রোহিনীচরণ মজুমদার। ম্যানুয়েল গার্লস স্কুলেরই তৎকালীন শিক্ষিকা বেলা বসু সকালে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করে দুপুর বেলা যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালায় পাঠদান করতেন।

স্কুলটি বছরখানেক চলার পর দেখা গেল নিকটবর্তী অঞ্চলের অভিভাবকগণ নারীশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী এবং স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এমতাবস্থায় স্কুলটি দুই বছর পর জুনিয়র হাই এবং পরবর্তী বছর মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা পায়। এভাবে যে বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল সেই বিদ্যালয় ২০০৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

নারীশিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৪০০, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয় এবং এই বছর বাণিজ্য বিভাগ খোলারও প্রচেষ্টা চলছে বলে জানান প্রধান শিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা দেবী। তিনি আরো বলেন, এই বিদ্যালয়ে এমন বহু ছাত্রী আসে যারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েরাই মূলত এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসত বেশ কিছু বছর যাবৎ। কিন্তু শিক্ষিকাদের ছাত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা, সচেতনতা, পাঠদানে ঐকান্তিক আগ্রহ, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবোধ তৈরিতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নত হয়েছে। মাধ্যমিক বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রীরা খুব ভালো ফল লাভ করে। এই সকল কারণে বর্তমানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু মানুষের এই বিদ্যালয়ের প্রতি আস্থা জন্মেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন যাতে ছাত্রীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন তারা যেন বৃহত্তর জগতকে চিনতে শেখে এবং আত্মনির্ভর হওয়ার পাঠ লাভ করে। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কেরিয়ার মেলার আয়োজন করা হয়। এর মূল কারণ বিদ্যালয়ে নিয়মিত Brainwer University, Sister Nivedita University, IEM (Institute of Engineering and Management) Kolkata, George College, এছাড়াও অন্যান্য কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Career Counselling এর ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্ঘমিত্রা দেবী আরো বলেন, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই

যাতে ছাত্রীদের পড়াশোনা থেমে না যায়, যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আমরা উচ্চতর বিদ্যার্জনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারি সেটিই আমাদের কাছে খুব বড় চ্যালেঞ্জ।

বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

প্রকৃত শিক্ষা অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। তাই স্বামীজী দেখেছিলেন যে, 'মহিলাদের বিজ্ঞান এবং অন্যান্য জিনিস শেখানো উচিত যা কেবল তাদের জন্যই নয়, অন্যদেরও উপকারী হবে এবং এটি জেনে তারা সহজেই এই জিনিসগুলি শিখবে এবং আনন্দ অনুভব করবে।' এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় সারাঙ্গাবাদ যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রধান শিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা দেবী বলেন, বিদ্যালয়ে নিয়মিত নাচ, গান, চারুকলা চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে আমরা ছাত্রীদের কাছে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি লেখাপড়ার বাইরেও আরও অনেক ক্ষেত্র আছে যার মাধ্যমে তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে।

একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে হাতের কাজ শেখানো হয় এবং তাদের তৈরি শিল্পকর্মের মেলাও হয় প্রতিবছর। এই মেলা আনন্দমেলা নামে পরিচিত। এই মেলাটি হস্তশিল্প মেলা এবং এখানে ছাত্রীরা তাদের শিল্প পণ্যটি বিক্রয়ও করতে পারে।

সর্বোপরি, বিদ্যালয়ে খেলাধূলার চর্চাও অত্যন্ত উন্নত। ছাত্রীরা জেলা স্তরের অ্যাথলেটিক মিটে অংশগ্রহণ করে, রাজ্যস্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতায়ও নির্বাচিত হয়েছে দুইজন ছাত্রী।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নানাবিধ সমস্যা ও উত্তরণের পন্থা

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বেশির ভাগেরই মূল সমস্যা হল পারিবারিক অস্বচ্ছলতা। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সেভাবেই নির্ধারিত হয় যাতে তাদের বেশি অর্থব্যয় করতে না হয়, প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করে। সামাজিক অসচেতনতার কারণে ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে যায়। আঠারো বছরের পূর্বেই বিবাহ হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও অসম্ভব বেশি। এই সকল সমস্যার কথা ছাত্রীরা শিক্ষিকাদের অনায়াসে জানাতে পারে এবং এই বিষয়ে বহুক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজনে প্রশাসনিক এবং আইনি সহায়তাও নেওয়া হয় বলে জানান সঙ্ঘমিত্রা দেবী।

বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রীর ব্যক্তিগত খরচের কিছু অংশ শিক্ষিকারা মিটিয়ে থাকেন, যেমন তাদের বই, খাতা ইত্যাদি কিনে দেওয়া। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, এমনকী বিদ্যালয় ছাড়ার পরও এই ধরনের সাহায্য চলতে থাকে। তবে সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছাত্রীটির লেখাপড়ায় আগ্রহের উপর।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশকিছু স্কলারশিপ প্রদান করে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রীদের। সারাঙ্গাবাদ অঞ্চলের স্বহৃদয় ব্যক্তিরা এইসকল স্কলারশিপের অর্থ প্রদান করে থাকেন। খেলাধূলায় পারদর্শী এমন ছাত্রীদেরও স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

প্রধান শিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা দেবী বলেন, 'আমাদের এই বিদ্যালয় সর্বদাই চেষ্টা করছে নারীশিক্ষায় আমরা শিক্ষিকারা করে চলেছি একটি দল হিসাবে। এই দলগত প্রচেষ্টা না থাকলে বিদ্যালয়ের উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে না। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সক্রিয় পেশার জগতে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করবে না। ছাত্রীরাও বর্তমানে উচ্চশিক্ষামুখী হয়েছে। বহুজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করছে, শিক্ষক শিক্ষণ লাভ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সংখ্যায় কম হলেও ধীরে ধীরে এই সাফল্য আসছে। ছাত্রীরা নেট, সেট, টেট পরীক্ষায় নিয়মিত সাফল্য লাভ করছে। তিনি আরো বলেন, স্কুলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের জন্য আলাদা পুনর্শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া নিয়মিতভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রয়োজনে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। যথাযথ নিয়মানুবর্তিতা, পড়াশুনার মনোন্নয়ন ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যদিয়েই বিদ্যালয়ের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

মাঙ্গলিকী

সন্তোষপুর মননের রঙ্গসৃষ্টি বার্ষিক নাট্যমেলা

আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। প্রথমেই আলোচনা সভা। অতিথিবর্গের তালিকায় রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় মুখোপাধ্যায়, স্বপন বিশ্বাস এবং শশী গুহ। আলোচনার বিষয় ছিল 'বর্তমান থিয়েটারে মান এবং পরিমাণের প্রভাব।' সঞ্চালক অমল চক্রবর্তী। প্রথমে বিজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, আমি সামান্য অভিনেতা, নাট্যকার বা পরিচালক নই। মান এবং পরিমাণ নিয়ে আলোচনার কি দরকার বুঝতে পারছি না। এবং ক্রমহ্রাসমান না ক্রমবর্ধমান। আমি সংক্ষেপে বুঝি মান হচ্ছে রান্না ভালো হলে সকলে বলবে বা: কি ভালো। এটাই রান্নার মান। কিন্তু ভালো নাটকের মূল্যায়ন মাপার যন্ত্রটা আসলে কী? নাটক ভালো হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসবে এটাও একটা মান আবার ভালো ভালো দক্ষ শিল্পীদের নিয়ে নাটক তৈরি করলেই নাটক ভালো হবে এই আপ্ত বাক্যটি সবসময় সত্য কী? একটা ব্যয়বহুল প্রযোজনা ক'দিন টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। অন্তরমুখী ভাবনা মননশীলতা দরকার। বর্তমানে প্রায় ১২০০ দল নিয়মিত নাটক করছে। কিন্তু ভালো দল তৈরি হলেও ভালো নাটক হচ্ছে কোথায়? এত ফ্রিলান্সার অভিনেতা, নাট্যকার পরিচালক এসে গেছে আগে তা দেখা যেত না। প্রবল কমপিটিশনে একটা সঙ্কট তৈরি হচ্ছে। ফলে দলগুলির মধ্যে একটা বৈরিতার আবহ তৈরি হয়ে গেছে ইদানিং। বহু মানুষ এসে গেছে পেট চালাবার জন্য। ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারি অনুদানে থাবা মারা জন্য। একটা বন্ধুত্ব তৈরি হওয়া দরকার ছিল সকল নাট্যদলের জন্য। নিজে পড়াশুনা করুন, নিজে অনুভব করুন, নিজে যদি মনে করেন কিছু করতে পেরেছেন তবে মান ভালো হতে পারে। শুধু বলছি বন্ধু বাড়িয়ে চলুন।

স্বপন বিশ্বাস বলেন, মননের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব পাকা হয়েছে। আসানসোলে আমরা যে থিয়েটার করি তার স্ট্রাকচারটাই একেবারে এলাদা। আমরা নাটককে একটা আন্দোলন হিসাবে দেখি। আসানসোলে নাটক দেখতে লোকজন আসে যেটা কলকাতায় দর্শক প্রায়ই হয় না। মফস্বলে আমরা নাটক করি কিন্তু আমাদের কিছুসম্বল নেই। আমাদের অর্থ নেই, ফলত: দলও বেশি নেই। আমাদের থিয়েটার তৈরি থেকে মঞ্চায়ন একেবারে আলাদা। একটা মৌলিক শিক্ষা দরকার, শুধু বই পড়ে নাটক করা যায় না। শুধু আমারটা ভালো তোমাদেরটা অত ভালো নয়, আমরা যতই এভাবে বলে থাকি, একথা মনে রাখা দরকার দর্শক আমাদরে থেকে অনেক বোদ্ধা। মনে রাখতে হবে আমি সৎ আছি তো? সৎভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে কোনো আপত্তি নেই।

বর্তমানে কলকাতার থিয়েটারের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে শুধু ব্রান্ডের পিছনে ছুটেছুটে। একটা বদঅভ্যাস হয়ে গেছে দর্শকদের। রান্নায় অনেক পদ থাকলেও সব পদ খাওয়া যায় না। মান পরিমাণ নিয়ে আমরা সিনিয়ারেরা কী এবং কতটা করেছি? একটু সহযোগিতা করা দরকার। নতুনদের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করুন একটু ভালোবেসে দু–চারটে কথা বলুন।

রঞ্জন দা বললেন – পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বর্তমানে জনবিস্ফোরণে বেশি মানুষকে খাওয়াতে হবে ফলে আমরা যা খাই কি খাই তা আমরা নিজেরাই জানি না। ধান, চাল, গম যা কিছু বাজারে আসছে তা শুধু আমাদের পেট ভরাচ্ছে। কোয়ালিটি খাদ্যগুণ নেই বললেই চলে। গ্রান্টের জন্যই মান বেড়েছে, এটা বলা যায়। গ্র্যান্ট দরকার। সবদেশেই থিয়েটারে গ্রান্ট আছে। গ্রান্ট আমাদের টাকাতেই আমাদের দিচ্ছে। বর্তমানে মুড়ি মিছরির মতো নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। কি তাদের পড়াশুনা, কি তাদের চিন্তা ভাবনা, কি তাদের পরিশ্রম কিছুই জানি না। বাজারে যে নাটক বেশি চলে সেই নাটকে কোয়ালিটি আছে ভাবার কোনও কারণ নেই।

শশী গুহ বললেন একটা শিল্পকে কতদিন রেখে দিতে পারলামসেটা একটা মানের রূপক। নাড়া বেঁধে কাজ করতে হয়। সাসটেনেবিলিটি না থাকলে মান তৈরি হতে পারে না। মান তুলতে গেলে চর্চার মধ্যদিয়ে যেতে হবেই। আর্টস ফর দি সেক অফ আর্টস। এরপর নাটক আরম্ভ হল।

আজকের প্রথম প্রদর্শন দিওয়াল। প্রযোজনা একটি মাচার মানুষ। মূল রচনা জাঁ পল–সার্ত্র নির্মাণ রাজীব বর্ধন। একক অভিনয়ে সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়। মননশীল উপস্থাপনা। দ্বিতীয় প্রদর্শন 'বাবা' প্রযোজনা আসানসোল বেপার্টরি থিয়েটার, কাহিনী প্রচেত গুপ্ত নির্দেশনায় এবং অভিনয়ে স্বপন বিশ্বাস। নাটকটি প্রহসন ধর্মী উপস্থাপনা হলেও স্ক্রিপ্ট নাট্য অভিনয় দর্শকদের ভালো লেগেছে।

তিমির বিশ্বাসের গান দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ হল।

দ্বিতীয় পর্যায় ৩১ মার্চ মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। প্রধান অতিথি শুভাশিস খামারু। দলের নির্দেশক কাকলি কোলে, অতিথিকে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে বরণ করে নিলেন। ভাষণে শুভাশিস খামারু বলেন, আমি কলমে যতস্বচ্ছ কথায় ততটা নয়। আমরা যা বলি তা বিশ্বাস করি না। আমাদের কথায় কাজে বিস্তর ফারাক থেকে গেছে। বাংলা থিয়েটারের দুর্দিনে মনন এর সঙ্গে আমার পরিচয়। সনাতন, কাকলি ও সাগ্নিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। এদেরকে মাস যাবৎ কিছু শিখিয়েছিলাম,তার থেকে অনেক বেশি নিজে শিখেছি। বর্তমানে আমাদের সামনে অন্ধকার। থিয়েটারে দরকার ভালো দর্শকের। আমার কাছে ডেডিকেশনের অনেক উদাহরণ আছে। আমি তাদের কাছে উৎসাহিত হই। থিয়েটার মানে জেগে থাকা নতুন স্বপ্ন দেখে যাওয়া। থিয়েটার মানে বেঁচে থাকা।

আজকের প্রথম দর্শন– স্যাফোকেশন'। প্রযোজনা বেহালা অনুদর্শী। নির্দেশনা সুমনা চক্রবর্তী, এটা একটা ক্রাইম থ্রিলার। বেশ রোমহর্ষক। সত্য ঘটনার কাল্পনিক রোমন্থন। কাহিনী নটরাজ দাস। মঞ্চ অজিত রায়, আলো বাবলু সরকার। আবহ রবীন দাস। অভিনয়ে রাজু দাস, সপ্তর্ষী, ব্রতীন এবং সুমনা চক্রবতী।

দ্বিতীয় দর্শন – 'বলি' রবীন্দ্রনাটক বিসর্জন অবলম্বনে বলি প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ। প্রযোজনা খড়দহ থিয়েটার জোন। নাট্যরূপ নির্দেশনা তপন দাস, অভিনয়ে সুব্রত মুখার্জি, সনু শিকদার, অভি বিশ্বাস, অপূর্ব সাহা, সুপর্ণা গুপ্ত বিশ্বাস, পৃথা ভট্টাচার্য, সোহন মিত্র মাহাতো, অজয় দে, তপন,ব্রততী, লিজা তৃতীয় প্রদর্শন, নাটক আদর। প্রযোজনা সন্তোষপুর মনন। নির্দেশনা সাগ্নিক কোলে। নাটকটি বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে। মেরিটাল রেপের বিরুদ্ধে একটা বার্তা দেবার চেষ্টা রয়েছে। স্ক্রিপ্টের আরও রাধুনি দরকার। তবেই নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। চর্চা ও নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলন দরকার। সাগ্নিককে বলবো আরও ডিটেলিংয়ের দিকে নজর দাও। অভিনয়ে– সাগ্নিক, শ্যামলী, পায়েল, সৌমী, সহেলি, সুপর্ণা, সৌমদীপ, জীৎ, চঞ্চলা, সানিয়া, সৌভিক, সঞ্জয়। আলো সৈকত, আবহ রোনিক, ব্যাকস্টেজ সুমন। উপসংহারে একটা কথা বলতে চাই যে বর্তমানে দীর্ঘকালীন লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে ইন্টিমেট থিয়েটারকেই বেছে নিতে হবে। এর বিকল্প হয় না। সকলে মিলে একসঙ্গে চলতে হবে। প্রযোজনে দু'চারটি দল মিলে সমবেত প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলতে হবে।

সঙ্গীত ও নৃত্য উৎসব 'শক্তি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মন্দির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পবিত্র নবরাত্রিতে, 'সঙ্গীত ও নৃত্য উৎসব – শক্তি'–র আয়োজন করেছে। নবরাত্রি যেহেতু নয় শক্তিস্বরূপিনী দেবীর প্রতীক হিসেবে সূচিত হয়, তাই একাডেমি দেশের ৭টি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপীঠে ৯ থেকে ১৭ এপ্রিল মন্দির ঐতিহ্যকে উদযাপন করতে 'শক্তি' শিরোনামে এই উৎসবের আয়োজন।

'শক্তি' উৎসবের উদ্বোধন হয় গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে। এর পর তা আয়োজিত হয় মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে মহালক্ষ্মী মন্দির, হিমাচলপ্রদেশের কাংড়ার জ্বালামুখী মন্দির, ত্রিপুরার উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, গুজরাটের বনসকাঁথা আম্বাজি মন্দির, ঝাড়খন্ডের দেওঘরের জয় দুর্গা শক্তিপীঠ, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী হরসিদ্ধি মন্দিরে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন সঙ্গীত নাটক একাডেমি একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে। দেশের নানা প্রান্তের সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, লোককলা, আদিবাসীকলা এবং অন্য বিভিন্ন কলাশিল্পের সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রসার এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে একাডেমি সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

চড়ুকের ইতিহাস ও নববর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : : চড়ক পুজো হিন্দুসমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকউৎসব। নির্দিষ্টভাবে শাস্ত্রীয় নিয়ম রীতিনীতি মেনেই চৈত্র মাসের শেষ দিনেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু–তিন দিনব্যাপীও চড়ক পুজোর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চৈত্র মাসে শিবের আরাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পুজোর উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশ–ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়া কৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও এই পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। তবে পাশুপতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এই চড়ক পুজো উৎসব প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তাঁর পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও তা প্রচলিত আছে। পুজোর উদ্যোক্তারা কয়েকজনের একটি দল নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন শিব ও দু'জন সখী। একজনকে সাজানো হয় লম্বা লেজ দিয়ে, তার মাথায় থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল। সখীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। তাদের সঙ্গে থাকে ঢোল–কাঁসরসহ বাদক দল। সখীরা গান ও বাজনার তালে তালে নাচে। এদেরকে নীল পাগলের দলও বলা চড়কগাছে ঝুলে শূণ্যে ঘুরতে থাকে। আবার সন্ন্যাসীর আর্শীবাদ লাভের আশায় শিশু সন্তানদের শূন্যে তুলে দেয় অভিভাবকরা। সন্ন্যাসীরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ ও করেন। এ অবস্থায় একহাতে বেতের তৈরি বিশেষ লাঠি ঘোরাতে থাকে আর অন্য হাতে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বাতাসা ছুঁড়ে দেয় ঝুলন্ত সন্ন্যাসীরা। তাঁদের বিশ্বাস, জগতে যারা শিব ঠাকুরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এত কঠিন আরাধনার পথ বেছে নিয়েছেন, বিনিময়ে পরলোকে শিবঠাকুর তাঁদেরকে স্বর্গে যাওয়ার বর দেবেন।

চৈত্র সংক্রান্তির ৩/৪ দিন আগে থেকে শুরু হয় চড়কের প্রস্তুতি। উৎসবের আমেজ শুরু হয় গ্রামের বারোয়ারি তলায়, শ্মশানে কিংবা গৃহস্থ বাড়ির আঙিনায়। যেখানে আর যেভাবেই এই উৎসব উপস্থাপিত

চড়ক পুজো কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস তথ্য আজও জানা যায়নি। তবে আনুমানিক ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই চড়ক পুজো প্রচলন করেছিলেন।রাজ পরিবারের লোকজন এই পুজো শুরু করলেও চড়ক পুজো কখনও রাজাদের পুজো ছিল না। এটি ছিল হিন্দু সমাজের লোকসংস্কৃতির একটি উৎসব। পুজোর সন্ন্যাসীরা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মের কথিত নিচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এ পুজোয় এখনও কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ে না, আবার কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজো অনুষ্ঠিত হয় ।

এই পুজোর অপর আর এক নাম নীলপুজো। গম্ভীরা পুজো বা শিবের গাজন এই চড়ক পুজোরই অঙ্গ। চড়ক পুজো চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে পালিত হয়। আগের দিন চড়ক গাছটিকে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ পুজোর পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পুজোর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হল কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুঁরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা এবং দানো–বারানো বা হাজারা পুজো করা।এই সব পুজোর মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পুজোর উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের হয়। এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাজনের গান গায় এবং নাচ–গান পরিবেশন করে। বিনিময়ে দান হিসেবে যা কিছু পাওয়া যায় তা দিয়ে পুজো হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে যা চড়ক সংক্রান্তির মেলা নামে অভিহিত।

হিন্দুধর্ম মতে চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত ভক্তরা মহাদেব শিবঠাকুরের আরাধনা করতে থাকেন। মহাদেবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সপ্তাহব্যাপী নানান পুজোর আয়োজন করেন তাঁরা। ফলপুজো, কাদা পুজো, নীল পুজো সহ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন পুজো পালন শেষে আয়োজন করা হয় গা শিউরে উঠা চড়ক পুজো।

চড়ক পুজোয় পিঠে বাণ ফুঁড়িয়ে চড়ক গাছের সঙ্গে বাশঁ দিয়ে তৈরি করা বিশেষ এক ধরনের চড়কায় ঝুলন্ত দড়ির সঙ্গে পিঠের বড়শি বেঁধে দেওয়া হয়। তখন বাণ বিদ্ধ সন্ন্যাসীরা শূণ্যে ঝুলতে থাকেন। রাতে নীল পুজোর পর সন্ন্যাসীরা উপোস থাকেন। পরদিন বিকালে চড়ক পুজো শেষেই উপোস ভাঙেন তাঁরা।

চড়ক পুজোর শুরুতে শিবের পাঁচালী পাঠক মন্ত্রপড়া শুরু করলে সন্ন্যাসীরা শিবধ্বনি দিতে দিতে নদীতে কিংবা পুকুরে স্নান করতে যায়। স্নান শেষ করে মাটির কলসি ভরে জল আনেন তাঁরা। এরপর চড়ক গাছের গোড়ায় গোল হয়ে দাঁড়ান সন্ন্যাসীরা। আবার শিব পাঁচালী পাঠ করতে থাকেন বালা (শিবপাঁচালী পাঠক)। সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে জল ঢেলে প্রণাম করে চলে যায় ফাঁকা জায়গায়। সেখানেই তাদের বাণবিদ্ধ করা হয়। সন্ন্যাসীরা নিজের শরীর বঁড়শিতে বিঁধে হোক না কেন এর মূল আবহ জুড়ে থাকে কৃষি দেবতা দেবাদি দেব শিবের আবাহন। মূলত শিবই এই উৎসবের মুখ্য। তাই শিবকে সন্তুষ্ট করাই পূজারীদের উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলগুলো মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়কপূজা উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার শরীরে প্রবেশ করতে হলে এরকম উৎসবগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেই কেবল লৌকিক বাংলার আদিরূপ দেখা সম্ভব হবে।

বৈশাখী উৎসবে নিজেকে রঙ্গিয়ে নেবেন বাঙালি জাতি। চৈত্র মাসের শেষ দিনটিতে ফেলা আসা বছরের হিসাবের খাতাকে লোকাচার–পার্বণে বিদায় জানানো হবে। নতুন করে উদ্যোম ও মঙ্গল প্রত্যাশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তত হবে বাঙালি। চৈত্র সংক্রান্তি বিশেষ লোক উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি প্রধানত হিন্দু সম্প্রাদায়ের উৎসব হলে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে এক বৃহত্তর লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে কালক্রমে। চৈত্র সংক্রান্তি এখন কেবল কোন ধর্ম বা মতের মধ্যে আবদ্ধ নয় তা রুপ নিয়েছে এক সর্বজনীন লোকউৎসবে।

চৈত্র সংক্রান্তির আসল আর্কষণ থাকে চড়ক পুজো। এই চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে দেশের অনেক জায়গায় বসে মেলা।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নানান আচার অনুষ্ঠানে যেমন বিদায় জানানো হবে চৈত্রকে তেমনি প্রস্তুতি নেবে চৈত্রের শেষ রাতের প্রহরে সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষের বৈশাখকে বরণ করে নিতে।

রাণী ভবশঙ্করীর শিব গাজনে মাগুর মাছ পুজো

দীপংকর মান্না

রাজার নামে হাওড়ার এক ইতিহাস মাখা স্থান উদয়নারায়ণপুর। উদয়নারায়ণপুরে ছিল নানা রাজা ও এক রাণীর বাস।তাই এলাকাটি রাজভূমি নামে খ্যাত।এই রাজভূমির এক প্রাচীন গ্রাম বিধিচন্দ্রপুর।প্রায় ২৬০ বছর আগে বাবু রামপ্রসন্ন রায় আমতার তাজপুর থেকে ১৮ কিমি দূরে বিধিচন্দ্রপুর গ্রামে শুরু করেন জমিদারি। এখানে ছিল এই বংশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সত্যবান রায়ের বাস্তভিটা।ডাঃ সত্যবান রায় ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ , রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দালাইলামা ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

জানা যায় পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার এই বাড়িতে এসেছিলেন।১৮৬৭ খীষ্ট্রাব্দে এখানে স্থাপিত হয় রামপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতন।

কে এই রাণী?

ইতিহাস ও স্থানীয় পত্র পত্রিকা পড়ে জানা যায়, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এখানেই ভুরসুট বা ভুরশুট পরগণার সদর দপ্তর ছিল।ব্রাম্ভন রাজবংশ এই স্থানে রাজত্ব করতো।এখানে ক্রমে ক্রমে সিংহাসনে বসেন রাজা উদয়নারায়ণপুর, রাজা সত্যনারায়ণ, রাজা শিবনারায়ণ, রাজা রুদ্রনারায়ণ।রুদ্রনারায়ণের শিশুপুত্র নাবালক হওয়ার রাজ সিংহাসনে বসেন রুদ্রনারায়ণ পত্নী রাণী ভবশঙ্করী।

রাণী ভবশঙ্করী ছিলেন বীরাঙ্গনা। ছোট বেলা থেকেই তিনি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজি, তরবারি চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। ভবশঙ্করী সেনা পোশাকে পিতা দীননাথকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। দীননাথ কন্যাকে যুদ্ধ– বিগ্রহ চর্চার পাশাপাশি রাজনীতি, কুটনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।যৌবনকালে ভবশঙ্করী শ্বাপদ সঙ্কুল এলাকায় ঘোড়ায় চড়ে একাই শিকারে যেতেন।

অসীম সাহসী বীরঙ্গনার যুদ্ধপটুতায় মুগ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হন রুদ্রনারায়ণ। ভবশঙ্করীর কথা মতো অসি যুদ্ধে পরাজিত করায় ভুরসুটরাজ রুদ্রনারায়ণকে প্রতি হিসাবে গ্রহণ করেন।রাণী ভবশঙ্করী রাজাকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সহায়তা করতে থাকেন। নিয়মিত সেনাবাহিনীদের পরিদর্শন ও উৎসাহ দিতেন। প্রজাদের মুখে মুখে চলতে থাকে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর জয়গান।

লোকশ্রুতি আছে গড়ভবানীপুর থেকে রাণী ভবশঙ্করী নিয়মিত বা সপ্তাহে একদিন পুজো দিতে বা পুজো করতে যেতেন বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের শিবমন্দিরে। মন্দিরের কিছু দূরে হেদুয়া বা হেঁদো পুকুর থেকে গড়ভবানীপুর পর্যন্ত নাকি সুড়ঙ্গ ছিল।রাণী সুড়ঙ্গ দিয়েই যাতাযাত করতেন। আরও লোকশ্রুতি আছে হেঁদো পুকুর সংলগ্ন রাণীর বিশ্রামের জন্য ছিলো নাকি 'জোড়বাংলা' বা 'জোড়বাংলো' নামে দুটি ঘর।

বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্য পাড়ায় অবস্থিত স্বয়ম্ভুনাথ শিব । তবে বেশি পরিচিত শম্ভুনাথ শিব নামে। আনুমানিক ৫০০ বছর আগে এখানে পাতাল থেকে আপনা আপনি একটি বড় শিবলিঙ্গ উঠে আসে।তাই স্বয়ম্ভুনাথ শিব। শিবলিঙ্গ ঘিরে আছে প্রাচীন এক প্রকান্ড বটগাছ। গাছের আসল মূল চেনা দুস্কর ব্যাপার।

বর্তমানে প্রকান্ড বটগাছটাই শিবমন্দির।বলা ভাল গাছ মন্দির। ঝড়–জল– বজ্রপাতেও অক্ষত থাকে শিবলিঙ্গ। শিবমন্দিরের পাশেই দুর্গাদালান, হরিবাসর।খানিক দূরেই মজা বা কানা দামোদর।

এই রাজভূমি বিধিচন্দ্রপুর গ্রামে রাণী ভবশঙ্করী–র শিবমন্দিরে ঝাঁপ– গাজন– চড়ক উৎসব বেশ চমকপ্রদ। হাজার হাজার শিবভক্তর মেলবন্ধনে সপ্তাহব্যাপী সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ দেখার মতো।এখানে গাজন শুরু নীলাবতীর বিয়ের দু'দিন আগে থেকেই।তাই ২৬ চৈত্র ভোরে সন্ন্যাসীসহ পুরোহিত জড়ো হয় মজা বা কানা দামোদরের পাড়ে। প্রথামতো প্রথমেই শিব দুর্গার কামনে 'কামীক্ষা' বা 'কামাক্ষা ঘট' স্থাপন করা হয়। কোথাও কোথাও একে 'কামনে ঘট' বলে থাকে।ঘট নদীতে ডুবিয়ে আনা হয় নদীর পাড়ে। এবার পুরোহিত করেন পুজো।পুজোর রীতি মেনে একটি বড় মাগুর মাছকে পুজো করা হয়।পুজো শেষে মাগুর মাছকে কেটে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীর জলে। এই রীতি আজও চলে আসছে সমানতালে। কোথাও কোথাও শিঙি মাছ বলি প্রচলিত।এবার সন্ন্যাসীরা কামীক্ষা বা কামাক্ষা ঘট নিয়ে আসে সয়ম্ভুনাথ বা শম্ভুনাথ শিবমন্দিরে।

প্রথামেনে মন্দির প্রাঙ্গনেই হয় নীলাবতীর বিয়ে। প্রথমেই মন্দির সংলগ্ন শিব পুকুর থেকে কলসী করে জল এনে শিবলিঙ্গ স্নান করানোর রীতি।শিবলিঙ্গটি দু'ফুট ব্যাসার্ধের দেড় ফুট নিচে অবস্থিত। হিসাব মতো ১০–১২ কলসী জল দিলেই শিবলিঙ্গ ভরে যাওয়ার কথা।অবাক কান্ড সন্ন্যাসীদের কোন খুঁট বা ক্রিয়াকলাপের ভুল ত্রুটি থাকলে ১০০–১৫০ কলসী জল এনেও শিবলিঙ্গ ভরানো যায়নি।তখন পুরোহিত মশাইকে ক্ষমা প্রার্থনা করে পরবর্তী কাজ চালাতে হয়। মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। কোথায় এত জল যায় সে রহস্য অজানা।

ধর্ম ঝাঁপ পর্বটি আরও বর্ণময়।শিব মন্দির থেকে ২ মাইল দূরে গ্রামের জেলেপাড়ায় থাকে ধর্ম ঠাকুর।ঢাক ঢোল সহ নানা বাজনা সহকারে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রায় সন্ন্যাসীরা আনেন ধর্ম ঠাকুরকে শিব তলায়। পুজো ও নানা ক্রিয়াকলাপের পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্ম ঝাঁপ। ঝাঁপ শেষে আবার একই আঙ্গিকে শ্রদ্ধা সহকারে ধর্ম ঠাকুর রেখে আসা হয় নিজের বাসস্থানে।

মূল গাজনের দিন বিধিচন্দ্রপুর সহ চিত্রসেনপুর, চাঁদচক, গুমগড়, ঘোল রঘুনাথপুর গ্রামের ৮০–৯০ জন সন্ন্যাসী মিলিত হয় রানীর শিবমন্দির প্রাঙ্গনে। এখানে চলে সন্ন্যাসীদের মজার মজার ক্রিয়াকলাপ। সন্ন্যাসীদের কাঁটা গড়ান ও বঁটি নৃত্য দেখার মতো। প্রথা মেনে শিবের মাথা থেকে ফুল পড়লে হয় ঝাঁপের সূচনা।গাজন পক্রিয়ার বিভিন্ন দিনে শিবকে নিবেদন করা হয়– রাজ পুরোহিত ভোগ, মূল সন্ন্যাসী ভোগ, নিরী অর্থাৎ নির্ধারিত ভোগ, মানসিক ভোগ, রাজ ভোগ ইত্যাদি। এই উপলক্ষে বসে আকর্ষণীয় গাজন মেলা। কৌতুহলী মানুষ বটগাছে শিবের জ্যান্ত সাপ খুঁজতে থাকেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এই বটগাছে নাকি মাঝেমধ্যে সাদা রঙের বড় সাপ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

স্বয়ম্ভুনাথ শিবের কুল পুরোহিত এর বংশধর গোবিন্দ চ্যাটার্জি, শিবের বাসোঘরি–র বংশধর তাপস মাল, গাজন তত্ত্বাবধায়ক মন্ডল বাড়ির বংশধর দিলীপ মন্ডল, স্থানীয় ক্ষেত্র সমীক্ষক প্রদ্যুত দাস, ইতিহাস খ্যাত রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পিন্টু দাস প্রমুখের কথায় রানী ভবশঙ্করী–র শিবের গাজন সত্যিই চমকপ্রদ।পরম্পরা মেনে হুগলির রাজহাটি থেকে আসে ঢাক ঢোল ও পুরোহিত। সৌহার্দ্য বজায় রেখে আজও প্রতিবেশী গ্রাম লাল বেনাগড়ি– র সন্ন্যাসীরা গাজন ভাঁটতে আসে রানীর শিবতলায়। অনুরূপভাবে বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের সন্ন্যাসীর গাজন ভাঁটতে যান লাল বেনাগড়িতে।তবে আজ অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে।চড়কে দেখা যায়না চড়ক গাছ ও সন্ন্যাসীদের দোল খাওয়া। হারিয়ে গিয়েছে গাজনের বর্ণময় সঙের শোভাযাত্রা ও আকর্ষণীয় লাঠিখেলা।

কৃচ্ছতাসাধনের মাস চৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দু সংস্কৃতিতে চৈত্র মাস পুজো –পার্বণ – কৃচ্ছতাসাধনের মাস। চিত্রা নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমা মাসই হল চৈত্র। চৈত্র শেষে পুজো– পার্বণের মধ্যে দিয়ে শিবের আবাহনকে গাজন বলে। মূলতঃ বঙ্গের লৌকিক শৈবধর্মের মধ্যে এদেশের একটি প্রাগৈতিহাসিক উৎসবের ধারা প্রবেশ করেছে তা গাজন নামে পরিচিত। কোথাও আদ্যের গাজন। দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে নীলের গাজন বলে পরিচিত। নিম্ন বঙ্গে দেল পুজো নামে পরিচিত। উত্তরের মালদাতে না

আঁতস কাঁচে

কড়া শাস্তি

চলতি কন্যাশ্রী কাপে দীপ্তি সংঘ ও জি সি রায় মেমোরিয়ালের মধ্যে খেলায় অশান্তি ও মারামারির অভিযোগে জি সি রায় মেমোরিয়াল দলকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে, জি সি রায় মেমোরিয়ালের কোচ অরূপ ঘোষ ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দিবাকর বসুকে ৫ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। অপরদিকে দীপ্তি সংঘের কোচ পার্থ ঘোষকে মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং রেফারিকে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগের জন্য ২বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

দারুণ শুরু

যেমন ব্যাট, তেমন বল। উজ্জ্বল পারফরম্যান্স। আর তাতেই জয়ের হ্যাটট্রিকে আইপিএল শীর্ষে রাজ শুরু করল কেকেআর। দিল্লিকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েই বিশাখাপত্তনমে ১০৬ রানে জিতল নাইটরা। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২৭২ রান তোলে কেকেআর। যা নাইটদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৮ সালে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে ২৪৫ রান করেছিল কেকেআর। জবাবে চাপ সামলাতে ব্যর্থই সৌরভের দল। ১৭.২ ওভারে ১৬৬ রানে অলআউট হয়ে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস। মাত্র ৬ রানের জন্য আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করতে পারেননি নারিন-রাসেলরা। তবে আইপিএলের অন্যতম বড় জয় তুলে নিতে অসুবিধেই হয়নি কলকাতা নাইট রাইডার্সের। এত ভাল টুর্নামেন্ট শুরু অতীতে আগে হয়নি। এই প্রথম প্রথম তিন ম্যাচ জিতল কেকেআর। গ্যালারি দুরন্ত এই জয় উপভোগ করেন শাহরুখ।

দেদার ছক্কা

এবারের আইপিএলে যেন ছক্কার রংমশাল। রানের ফোয়ারা। যা টুর্নামেন্টকে আরও বর্ণময় করে তুলেছে। সানরাইজার্স যেমন আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান করেছে, তেমনই কলকাতা নাইট রাইডার্স আবার দ্বিতীয় সর্বোচ্চও করে ফেলেছে। ছক্কার রেকর্ড যে ভাঙবে, সেটাই স্বাভাবিক। ভেঙেছেও। এবারের আইপিএলে ৩০০ তম ছক্কা এসেছে, সবচেয়ে দ্রুত। আইপিএল ইতিহাসে এত তাড়াতাড়ি আগে হয়নি। বল হয়েছে ৩৭৭৩। যা ২০২৩ আইপিএলে লেগেছিল ৪৭২৯ বল। এর আগের মরসুমে ১৭ ম্যাচে ২৫৯টি ছক্কা মারা হয়েছিল। আর এবার একইসংখ্যক ম্যাচেই হয়ে গেছে ৩০০ তম ছক্কা। বলাই বাহুল্য, দিনেদিনে বাড়ছে ছক্কার সংখ্যা। ২০১৮ সালে ১৭তম ম্যাচে হয়েছিল ২৫০টি ছক্কা। এবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটার এনরিখ ক্লাসেন একাই ১৭টি ছক্কা মেরেছেন। এছাড়া রাজস্থানের ব্যাটার রায়ান পরাগ, লখনউ সুপার জায়ান্টসের নিকোলাস পুরান ও কলকাতার ওপেনার সুনীল নারিন সমান ১২টি করে ছক্কা মেরেছেন এখনও পর্যন্ত।

নাইটদের হার

যেদিন ক্লিক করে না তো কেউই বাঁচানোর থাকে না। না ব্যাটে, না বলে। ইয়েলো আর্মিদের বিরুদ্ধে সেটাই হল। নাইটদের দৌড় থামল। জয়ে ফিরল চেন্নাই সুপারকিংস। নাইটদের ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রানের ইনিংসে, অনায়াসে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় চেন্নাই। তাতে ১৪ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে জিতল রুতুরাজের দল। নাইটদের হয়ে সর্বোচ্চ রান ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারের। তাও মাত্র ৩৪। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নারিন করেন ২৭। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ২৪, রামনদীপ সিং ১৩, আন্দ্রে রাসেল ১০ রান করেন। তিনটি করে উইকেট নেন রবীন্দ্র জাদেজা ও তুষার দেশপাণ্ডে। বাংলাদেশের বোলার মুস্তাফিজুর ম্যাচে ফিরেই ২ উইকেট নেন। ৪ ইনিংসে ৯ উইকেট নিয়ে এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও মুস্তাফিজুর। জবাবে অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেন রুতুরাজ। ৫৮ বলে ৬৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। ধোনি ৩ বলে ১ রান করেন।

সাদা কালো তাঁবুতে রঙিন উৎসব, বাংলায় এল আই লিগ

ভারতসেরা হয়ে আইএসএলের ছাড়পত্র মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাদা কালো ব্রিগেড 'রঙিন'। বাংলায় ফের ঢুকল আই লিগ। এক্কেবারে জোড়া আনন্দ মহমেডান স্পোর্টিংয়ে। আই লিগ জয়ের পাশাপাশি আইএসএলের ছাড়পত্রও পেল বাংলার তৃতীয় প্রধান ক্লাব। বাংলা বছরের শেষপ্রান্তেই বাংলার ফুটবলে নতুন জোয়ার আনল সাদা কালো ব্রিগেড। আগামী মরসুমে একইসঙ্গে বাংলার তিন প্রধানকে দেখা যাবে আইএসএলে। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে শিলং লাজংকে ২-১ গোলে হারাতেই উচ্ছ্বাসে মাতে সাদা কালো ব্রিগেড। এর আগে একমাত্র মোহনবাগান ক্লাব, দু'বার আই লিগ এনেছিল বাংলায়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৯-২০সালে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গল বহুবার চেষ্টা করেও এই ট্রফি না পেলেও, ফের মহমেডানের হাত ধরে ঢুকল আই লিগ। স্বাভাবিকভাবেই এই জয়ে উৎসবের চেহারা নেয় মহমেডান তাঁবুও। দেখা যায় আতশবাজির রোশনাই। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ক্লাবের খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থকদের জানাই হার্দিক অভিনন্দন।' পোলো গ্রাউন্ডে শিলং লাজংকে ২-১ গোলে হারিয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় সাদা কালো ব্রিগেড। তাতে সরাসরি আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করল মহমেডান। অর্থাৎ, আগামী বছর থেকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি ভারতের একনম্বর ফুটবল লিগে অংশ নেবে মহমেডান স্পোর্টিং। দরকার ছিল এক পয়েন্ট। কিন্তু তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে কলকাতার

তৃতীয় প্রধান। কোচ আন্দ্রে চের্নিশভ জানতেন, এক পয়েন্টের জন্য খেললে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই শুরু থেকেই জয়ের জন্য ঝাঁপায়। ফলও মেলে। ম্যাচের শুরুতেই মহমেডানকে এগিয়ে দেন অ্যালেক্সিস গোমেজ। কিন্তু বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি। এগিয়ে যাওয়ার পর খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে মহমেডান। তার ফায়দা তুলে ম্যাচে ফেরে লাজং। ম্যাচের ১৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান ডগলাস তার্দিন। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধ আরও তেড়েফুঁড়ে শুরু করে সাদা কালো বাহিনী। ম্যাচের ৬২ মিনিটে মহমেডানের হয়ে জয়সূচক গোল করেন এভগেনি কোজলভ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে স্বপ্নপূরণ। আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে উচ্ছ্বসিত কোচ, ফুটবলার থেকে কর্তারা। দল কলকাতায় পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই ভিড় জমিয়েছিল সমর্থকরা। সাদা কালো পতাকার ছেয়ে যায় বিমানবন্দর চত্বর। টিমের বাস ঘিরে চলে উৎসব। পতাকা, ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড সবই ছিল। কোচ আন্দ্রে চের্নিশভ বেরোনো মাত্র তাঁকে কোলে তুলে নেয় সমর্থকরা। চলে নাচানাচি। মালা, ফুলের স্তবক দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। আবেগে ভেসে যান রাশিয়ান কোচও। একমুখ হাসি নিয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে সমর্থকদের সঙ্গে উৎসবে গা ভাসিয়ে দেন। চের্নিশভকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানান সাদা কলোর কর্তা বেলাল আহমেদ। আই লিগ জয়ী দলের সব ফুটবলারকেই ফুল, মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয় বিমানবন্দরে।

ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন শেষ প্লে অফেও নেই লাল হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক আগেই ট্রফি জয়ের আশা শেষ। আর এখন প্লে অফে যাওয়ার স্বপ্নও শেষ। আদৌ কি কুয়াদ্রাতের হাত ধরে লাল হলুদ ব্রিগেড এতটুকুও এগোল? যে'টুকু সরু সুতোর ওপর ভাগ্য ঝুলছিল, তাও পঞ্জাব ম্যাচে বড় হারের ধাক্কায় ছিঁড়ে পড়ল। দিল্লিতে ৪-১ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। পরতে পারত ৫ বা ৬ গোলের মালাও। ভাগ্য ভাল, সেই লজ্জায় পড়তে হয়নি। এরপর আইএসএল টেবিলে শেষ থেকে কততম স্থানে থামে, সেটাই দেখার বাকি রইল। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে জিতলে, চেন্নাই ম্যাচের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত কুয়াদ্রাতবাহিনীকে। তা আর দরকারই পড়ল না। চলতি আইএসএলে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারেই মুখ পুড়ল লাল হলুদ সমর্থকদের। প্রভসুখন গিল এবং শৌভিক চক্রবর্তীর না থাকাটা যেন বড় ফ্যাক্টর হয়ে গেল। দর্শকদের সমর্থনও পায়নি লাল হলুদ, দর্শকশূন্য স্টেডিয়াম থাকায়। ম্যাচের ১৯ মিনিটে পঞ্জাবকে এগিয়ে দেন উইলমার জর্ডন গিল। ২৫ মিনিটে ২১ বছরের সায়ন ব্যানার্জির গোলে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। ৪৩ মিনিটে আবার মাধি তালালের গোলে এগিয়ে যায় পঞ্জাব। ৬২ মিনিটে জর্ডনের দ্বিতীয় গোলে ফের এগোয় পঞ্জাব। ৭০ মিনিটে ৪-১ করেন লুকা ম্যাজেন। ক্লান্তির জন্যই যে আইএসএলে লিগ পর্বের শেষটা একেবারেই ভাল হল না, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ইস্টবেঙ্গল এফসি-র হেড কোচ কার্লস কুয়াদ্রাতের। তাঁর মতে, ম্যাচের এক ঘণ্টা পর্যন্ত ভাল খেলার পর যখন তিন নম্বর গোল করে দেয় পঞ্জাব এফসি, তখনই দলের ফুটবলারদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং শারীরিক ভাবেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'শুরুটা আমরা ভালই করেছিলাম। বেশ কয়েকটা গোলের সুযোগও তৈরি করেছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটা হাফ চান্সও ছিল। শুরুতেই গোল করে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল আমাদের। ওরা প্রথমে গোল করার পরও আমাদের ছেলেদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল। আমরা সমতা আনি। দ্বিতীয় গোলটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যার ফলে আমাদের পরিস্থিতি অনেক কঠিন হয়ে যায়। তাও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের ছেলেরা ক্লান্ত ছিল। কারণ, সাত দিনে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে হয়েছে আমাদের'। কার্লস কুয়াদ্রাতের মাথায় এখন পরবর্তী মরসুমের পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা নতুন করে শুরু করার দিকে এগোচ্ছি। পরের মরশুমের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা শুরু করে দিয়েছি। পরের মরশুমের জন্য এমন একটা স্কোয়াড তৈরি করতে হবে, যা আমাদের আইএসএল প্লে-অফে পৌঁছে দিতে পারবে এবং খেতাবি লড়াইয়ে দলকে জেতাতে পারবে।'

আইএফএ'র বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের ভাবনা শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব উয়াড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত শতাব্দী প্রাচীন উয়াড়ি ক্লাব ও একদা ফুটবলার সাপ্লাই লাইন টালিগঞ্জ অগ্রগামী। আগেই কলকাতা পুলিশকে এই দুই ক্লাবের বিরুদ্ধে জানিয়েছে আইএফএ। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করবে। যতদিন তদন্ত চলবে ততদিন উয়াড়ি ও টালিগঞ্জকে সাসপেন্ড করেছে আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে উয়াড়ি ফুটবল ক্লাব সচিব ইন্দ্রনাথ পাল বলেন, 'আমরা প্রতিবাদ করছি এই সিদ্ধান্তের। যে দুটো ম্যাচে আমাদের বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছে সেই দুটো ইস্টবেঙ্গল আর ভবানীপুর ম্যাচ। কেনো তাঁদের কোনো কর্তাকে তলব করা হল না? ওরা বড়ো ক্লাব বলে! আমরা কিন্তু টাকায় বড়ো না। আমরা ওদের থেকেও প্রাচীন ক্লাব। আমরা মেনে নেব না। আইএফএ'কে চিঠি দেব। কোনো ব্যবস্থা না নিলে কোর্টে যাবো। আইনের পথে আশা করি বিচার পাবো।' এদিকে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান, 'ম্যাচ গড়াপেটা ক্যান্সারের মত। সেটা ময়দানে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের কলকাতা লিগের প্রতি বিশ্বাস চলে যাবে। পুলিশের উপর ছেড়ে দিয়েছি বিষয়টা। যদি পুলিশ নির্দোষ বলে ভালো কথা। তবে যদি দোষী প্রমাণিত হয় আরও বড়ো পদক্ষেপ নেব'। এদিকে আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে দলগুলির প্রথম একাদশে নুন্যতম চারজন ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করা হল। বুধবার আইএফএ অফিসে প্রিমিয়ার ডিভিশনের দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন আইএফএ পদাধিকারীরা। এই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বৈঠকে প্রিমিয়ার ডিভিশন থেকে যে দুটি দল পয়েন্টের বিচারে সবার নিচে থাকবে সেই দুটি দলের অবনমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাগান ছেড়ে চেন্নাইয়ের পথে কিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে পয়েন্ট নষ্ট না করলে এতদিনে অনেক স্বস্তিতে থাকতে পারত মোহনবাগান ফুটবলাররা। যদি এবছর শিল্ড না জিততে পারে সবুজ মেরুন, তাহলে বলা যেতেই পারে চেন্নাইয়িন এফসি দলই মুখের সামনে থেকে শিল্ডটা ছিনিয়ে নিল তাদের। কারণ চেন্নাই দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে যুবভারতীতে মোহনবাগানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। এবার কিয়ান নাসিরিকে দলে নিয়েও ধাক্কা দিতে চলেছে তারা। আবারও মোহনবাগানকে ধাক্কা দিল চেন্নাই। শোনা যাচ্ছে, মোহনবাগানের স্ট্রাইকার কিয়ান নাসিরিকে আগামী মরসুমের জন্য দলে নেওয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেছেন চেন্নাইয়িন এফসির কর্তারা। আগামী সোমবার মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে আইএসএল-এর গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। এরপর রয়েছে নকআউট পর্ব। তবে তার আগেই জামশেদপুর কিয়ানকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। এই মরসুম শেষ করেই চেন্নাইতে যোগ দিতে পারেন তিনি। বাবা জামশেদ

নাসিরি খেলতেন ইস্টবেঙ্গলে। সেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেই ডার্বিতে হ্যাটট্রিক রয়েছে কিয়ানের। করোনার সময় ডার্বিতে হ্যাটট্রিক করলেও পরবর্তীকালে কখনোই প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাননি তিনি। জুনিয়রদের সঙ্গেই খেলতে হয় কলকাতা লিগে। দলে একগুচ্ছ বিদেশি স্ট্রাইকার। তার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার। আলবানিয়ার জাতীয় দলের স্ট্রাইকার। বড় চেহারার হেভিওয়েট স্ট্রাইকারদের মাঝে খুব বেশি সুযোগ পান না কিয়ান। মূলত দুই প্রান্তে কখনো মনবীর বা লিস্টনের পরিবর্ত হিসেবেই মাঠে নামার সুযোগ পান তিনি। কম প্লে টাইম হওয়ায় অল্প বয়সে খেলা পড়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই নতুন ডেরায় যেতে চলেছেন কিয়ান। প্রত্যেক ফুটবলারেরই জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন থাকে। কিন্তু মোহনবাগানে জাতীয় দলের সাত ফুটবলার রয়েছে। কার পরিবর্তে তিনি ঢুকবেন মোহনবাগানের প্রথম একাদশে ? তারাও তো প্রথম সারির খেলোয়াড়। তাই নিজেকে প্রমাণ করার জন্য নতুন ঠিকানাই বেছে নিতে চলেছেন ডার্বিতে মোহনবাগানের হয়ে হ্যাটট্রিক করা এই ফুটবলার। অবশ্য যতটুকু তিনি সুযোগ পান তারই মধ্যে চেষ্টা করেন গোল করার বা করানোর। বাবার মতো অতটা দাপুটে ফুটবল না খেললেও, চেষ্টায় খামতি রাখেন না। যদিও মরসুম এখনও শেষ হয়নি। তাই তার দল বা তিনি নিজে ,এই বিষয়টা নিয়ে এখনো মুখ খুলছেন না। মরসুম শেষের পরেই সরকারিভাবে কিয়ানের যোগদানের কথা ঘোষণা করতে পারে চেন্নাইয়ের ক্লাব।

মুক্তি পেল রহিম সাহেবের বায়োপিক 'ময়দান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি সপ্তাহেই মুক্তি পেল অজয় দেবগনের ছবি 'ময়দান'। ভারতীয় ফুটবলের প্রাণপুরুষ সৈয়দ আবদুল রহিম ওরফে রহিম সাহেবের চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে ছবিটি। একদা ভারতীয় ফুটবলকে কোচিং করিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হায়দরাবাদ থেকে উঠে আসা এই কোচ। মাত্র ৫৩ বছর বয়সেই প্রয়াত হন তিনি।

যদি ভারতীয় ফুটবল অকালে তাঁকে না হারাতো, তাহলে হয়ত এতদিন ধরে ভারতের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার স্বপ্ন অধরা থাকত না। ১৯৫০ সাল থেকে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ফুটবল দলের। কাজ করেছেন ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। আর এই ১৩ বছরের মেয়াদকালেই দেশকে এনে দিয়েছিলেন দুটি এশিয়ান গেমসে সেরার ট্রফি। সাম্প্রতিককালে এএফসি এশিয়া কাপে গিয়ে ভারত ভুরি ভুরি গোল হজম করে, এক পয়েন্টও না নিয়ে ফিরে এসেছে। এরকমই ট্রফিতে তার জমানায় কলার উচিয়ে ঘুরে বেড়াতেন পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনি গোস্বামি, বলরামের মতো ফুটবলাররা। এমনই একজন ফুটবল কোচের বায়োপিক তৈরি করেছেন পরিচালক অমিত শর্মা। আর মুল চরিত্রেই রয়েছেন অজয় দেবগন। ভারতীয় ফুটবলের এমন দিকপাল চরিত্রের বায়োপিককে সাধুবাদ জানাচ্ছে ফুটবলমহল। ১৯৫১ সালে দিল্লিতে তার কোচিংয়েই ইরানকে হারিয়ে এশিয়া সেরা হয় ভারত। এরপর ১৯৫৬ অলিম্পিক্সেও চতুর্থ

স্থান দখল করে রহিম সাহেবের দল। ভারতীয় ফুটবলে তিনিই শুরু করেন ৪-৪-২ ফর্মেশন। তাঁর ফর্মেশন মনে ধরে ব্রাজিলেরও। শুনতে অবাক লাগলেও অনেকের মুখেই বলতে শোনা যায়, রহিম সাহেবের ফুটবল জ্ঞান এবং দর্শন দেখে ব্রাজিলও ১৯৫৮ এবং ১৯৬২ সালে বিশ্বকাপে ৪-৪-২ ফর্মেশনে খেলা শুরু করে। ১৯৬২ সালে যখন ভারত এশিয়ান গেমসের ফাইনাল উঠল তখন দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। হাতে সময় কম। তাই ছেলেদের থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন শেষ ট্রফিটা। বলেছিলেন এটাই তার শেষ ইচ্ছা। এভাবেই জাকার্তায়, দঃকোরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে দলকে তাতিয়েছিলেন রহিম সাহেব। ফলও এসেছিল। ২-১ গোলে শক্তিশালি কোরিয়ানদের হারিয়ে এশিয়া সেরা হয়েছিল বলরাম, অরুন ঘোষ, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় দল।প্রযোজক বনি কাপুর এগিয়ে এসেছেন এই ছবি বানাতে। অতীতে ক্রিকেটের বহু তারকাকে নিয়েই বায়োপিক হয়েছে। কিন্তু ফুটবল নিয়ে বায়োপিকের সংখ্যা তুলনায় কমই। তাই রহিম সাহেবের ওপর বায়োপিক হওয়ায় খুশি ফুটবলমহল। এক সময় ময়দানের বেকেনবাওয়ার নামে পরিচিত গৌতম সরকার বলেন, 'আগে এত বৈজ্ঞানিক কোচিং ছিল না। বিদেশি কোচ নিয়ে আসার চল ছিল না। এত লাইসেন্সের দরকার ছিল না। ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রম দিয়েই রহিম সাহেব দেশকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আদতে এক আবিষ্কারক। যিনি ভারতীয় ফুটবলের সাফল্যের পথ আবিষ্কার করে দিয়েছিলেন তাঁর কোচিং শৈলীর মধ্য দিয়ে। এখনকার মতো তখন কোচিংয়ের বিষয়টি সহজ ছিল না। এরকম ব্যক্তিত্ব বারে বারে আসেন না। ফুটবল যতদিন ভারতে থাকবে, ততদিন তিনি স্মরণীয় থাকবেন'।

শুভমন গিলকেও ছাপিয়ে গেল শশাঙ্ক সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ এবারের আইপিএলে সেরা ইনিংসটাই খেলেছিলেন শুভমন গিল। গুজরাটও ২০০ রানের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল পঞ্জাবের জন্য। সেই শুভমন গিলকেও ছাপিয়ে গেল শশাঙ্ক সিং।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পাল্টা ঝড় তুলে জিতিয়ে দিলেন পঞ্জাবকে। ১ বল হাতে রেখে ৩ উইকেটে জিতল প্রীতির পঞ্জাব। প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান তোলে গুজরাট। গিল ১৮৫.৪২ স্ট্রাইকরেটে করেন ৮৯ রান। ইনিংসে ছিল ৬টি চার ও ৪টি ছয়। ক্যামিও ইনিংস খেলেন রাহুল তেওয়াটিয়াও। তিনি মাত্র ৮ বলে করেন ২৩। ঋদ্ধিমান অবশ্য মন্থর ব্যাটিংই উপহার দেন। ১৩ বলে করেন ১১ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পঞ্জাবও শুরু থেকে জেতার অবস্থায় ছিল না। ক্যাপ্টেন শিখর ধাওয়ান ১ রানের বেশি করতে পারেননি। বেয়ারস্টো ফেরেন ২২ রানে। খেলা রঙ পাল্টে দেন শশাঙ্ক সিং ও আশুতোষ সিং। ২৯ বলে ৬১ রান করেন শশাঙ্ক।

অন্যদিকে, ১৭ বলে ৩১ তোলেন আশুতোষ। তাতেই ২০০ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় প্রীচি জিন্দার পঞ্জাব। ২ ম্যাচে হারের পর ফের জয়ে ফিরল প্রীতির দল। শুভমন গিলের গুজরাট আগের ম্যাচে জয়ের পর ফের হারের মুখ দেখল।

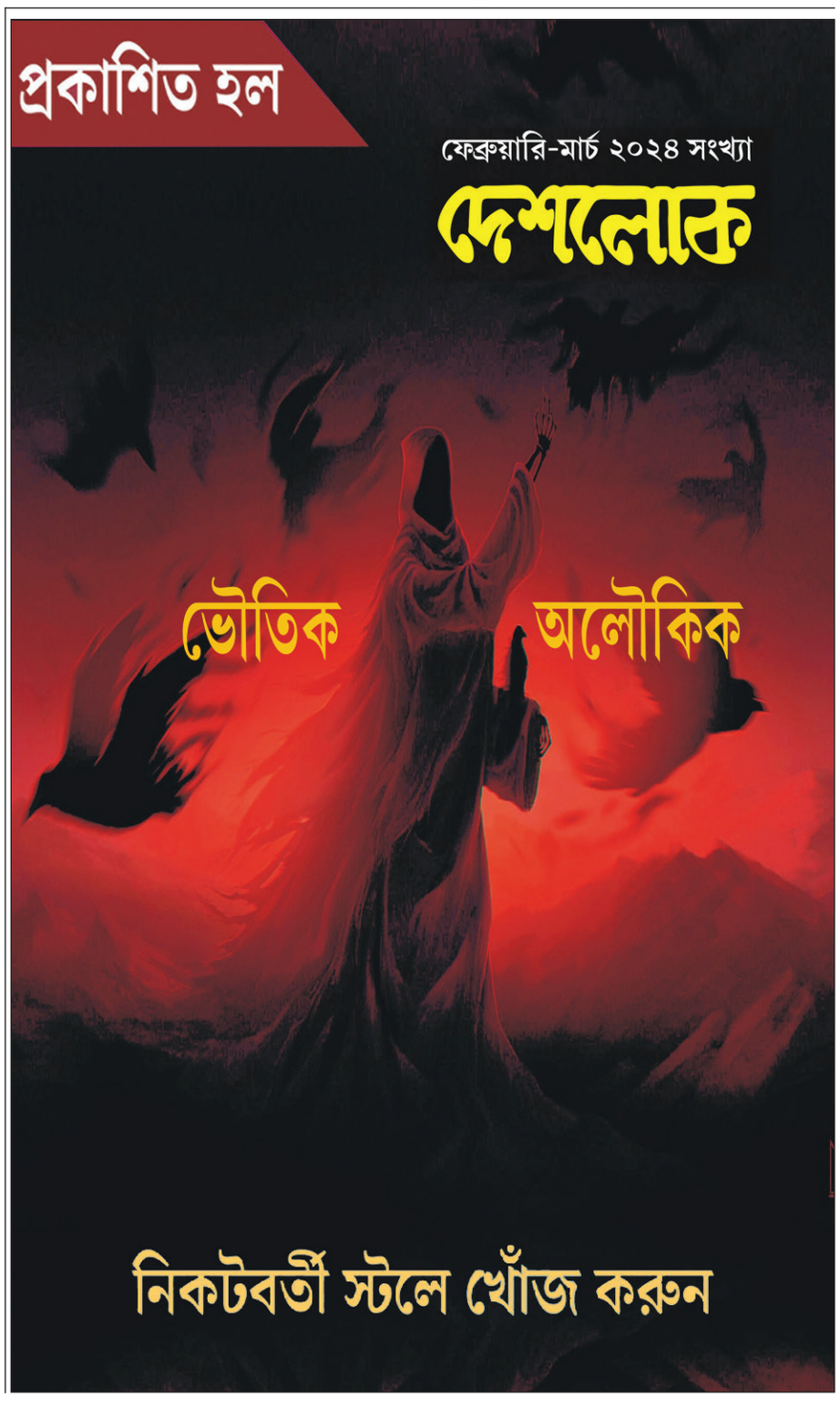

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com